যদুবংশধ্বংস

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক)

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

" ভার নিবারিতে আমি আসি পৃথিবীতে।
ততোধিক ভার ক্ষিতি হৈল আমা হৈতে॥
যদুবংশ বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ।
অন্যরূপে নাহি হয় সব নিবারণ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার॥"

কাশীরাম।

[বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত]

কলিকাতা,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯০

ল্য ৫৬৫

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ ইত্যাদি।

পুরুষ।	স্ত্রী।
ব্রহ্মা।	লক্ষ্মী।
বিষ্ণু।	মায়া।
মহাদেব।	মায়া-সহচরীগণ।
ইন্দ্র।	অনন্তপত্নীগণ।
চন্দ্র।	অপ্সরাগণ।
সূর্য্য।	
বরুণ।	
পবন।	
কুবের।	
যম।	
অনন্ত।	
কালপুরুষ।	
কালপুরুষের অনুচরগণ।	

মুনিগণ ইত্যাদি।

দুর্ব্বাসা।
নারদ।
বেদব্যাস।
ঋষিগণ।
মুনিশিষ্যগণ।
মুনিভৃত্য।

যদুবংশীয়গণ ইত্যাদি।

পুরুষ।	স্ত্রী।
উগ্রসেন।	দেবকী।
বসুদেব।	রুক্মিণী।
বলরাম।	সত্যভামা।
কৃষ্ণ।	যদুনারীগণ।
অর্জ্জুন।	মৎস্যজীবীপত্নী।
সাত্যকি।	
কৃতবর্ম্মা।	
প্রদ্যুম্ন।	
সারণ।	
শাম্ব।	
দারুক।	
যাদবগণ।	
নাগরিকগণ।	
রাজভৃত্যগণ।	
জরা।	
মৎস্যজীবী।	
দস্যুগণ।	

যদুবংশধ্বংস

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী সন্নিহিত রৈবতক পর্ব্বত।

অনুচরগণের সহিত কালপুরুষের প্রবেশ।

কাল।—গাও গাও বিনাশের গান।

অনুচরগণ।—(গীত)*

কাল।—যাও এবে অনুচরগণ!

তন্ন তন্ন করি' খুঁজিয়া খুঁজিয়া
ধ্বংস কর জগতের ভার,
কর রে সংহার, যত শক্তি যা'র
স্থাবর জঙ্গম চরাচর।
নাহি ডর,
আদিদেব শঙ্কর আমার গুরুদেব।
পদরজে তাঁ'র উৎপত্তি আমার,
আজ্ঞা তাঁ'র—ধ্বংসভার আমার উপর।

১ম অনু।—প্রভু! তুমি নাহি যা'বে সাথে?

পরিশিষ্টে ১নং গীত দ্রষ্টব্য।

কাল।—রৈবতকে আছে প্রয়োজন,
কৃষ্ণদরশন বাসনা আমার।
সকলে মিলিয়া, যাও রে চলিয়া,
দেখা হ'বে পরে।
ঘুর কাছে দূরে
বিনাশ-হুঙ্কার ছাড়ি' বারংবার।
১ম।—যথা আজ্ঞা, প্রভো, যাই তবে সবে।
[অনুচরগণের প্রস্থান।
কাল।—বালুকার কণা নাহি যায় গণা,
যদুবংশ বাড়িল তেমন ;
শ্রীকৃষ্ণের বংশ কিসে করি ধ্বংস ?
সাধ্যাতীত মোর।
এই সে কারণ,
প্রেরিলা ধূর্জ্জটী হেথা মোরে,
কৃষ্ণ সনে পরামর্শ ক'রে,
তাঁহারি আদেশে, এ বংশ বিনাশে
করিবারে যত্ন বিধিমতে।
কৃষ্ণের আদেশ বিনা
দ্বারকায় পশিবারে নারি,
কোথা, হে মুরারি !
দাসে দয়া করি' রৈবতকে দাও দরশন।
সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি,
ধ্বংসকার্য্যে আমি
নিয়োজিত তোমার আদেশে।
একবার এসে, দেখা দাও ভক্তের দয়াল !

কৃষ্ণের প্রবেশ।

প্রণিপাত শ্রীপদে তোমার ;

মস্তক আমার বাঁধা অনিবার
বিশ্বারাধ্য ওই রাঙা পায়।
কৃষ্ণ।—বিশ্বনাশী কাল,
করি' কি মানস, কৈলে আগমন,
করিব শ্রবণ, কহ খুলি মোরে।
নিজ কার্য্য সাধিতেছ ভাল?
কাল।—দয়াময়!
কিবা নিজ কার্য্য মোর?
সর্ব্ব-মূলাধার তুমি একা।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি,
আলোকের ভাতি, শুক্ল কৃষ্ণ রাতি
তুমিই করি'ছ, জগদীশ!
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিশাল
গড় তুমি—রাখ তুমি—ভাঙো তুমি, হরি!
উপলক্ষমাত্র আমি ধ্বংস করিবার।
কৃষ্ণ।—তুমি আমি ভিন্ন নহি, কাল!
হরাংশে উদ্ভূত তুমি,
হরহরি ভিন্ন কভু নয়,
তুমি আমি এক সেই হেতু।
যাই হৌক,
আজি কি মানসে এ পর্ব্বত বাসে আসিয়াছ,
কহ খুলি' মোরে।
কাল।—নারায়ণ!
ব্রহ্মা শিব অষ্টদিক্‌পাল,
আর আর অমরনিকর
তোমার গোচর পাঠাইলা মোরে।
পৃথিবীর ভার করিতে সংহার

কৃষ্ণ অবতার হইল তোমার।
অসুর দানবদৈত্যগণে
সমরপ্রাঙ্গণে ভয়ঙ্কর রণে করিলে সংহার ;
কুরুক্ষেত্র ভীষণ সমরে
পাণ্ডবেরে উপলক্ষ ক'রে
অভিশপ্ত মানব আকার
দানব অপার করিলে সংহার ;
পৃথিবীর ভার করিলে লাঘব,
তুষ্ট সুর সব,
করে তব স্তব দিবস যামিনী, দেব চিন্তামণি !
কিন্তু তাঁ'রা সম্প্রতি অন্তরে
কাতর ব্যথিত অতিশয়।

কৃষ্ণ।—কেন কেন, কহ খুলি' মোরে ?

কাল।—বলিতে না সরে মুখে বাণী,
চক্রপাণি ! কাতর পরাণি।

কৃষ্ণ।—ভাল মন্দ সকলি সমান মোর পাশে,
বল সত্য ভাষে দেবের বেদনা।

কাল।—ভারহারী !
ঘুচাইতে পৃথিবীর ভার
হ'লে অবতার পৃথিবী মাঝার।
কিন্তু এবে, দয়াময় !
তব বংশভারে পৃথিবী কাতরে
করি'ছে রোদন দারুণ পীড়নে ;
এই সে কারণ, যত সুরগণ
পাঠাইলা মোরে তব পাশে,
পৃথিবীর ভার যায় কিসে।
যাদব ছাপ্পান্নকোটি, প্রভো !

এ দারুণ ভারে যায় রসাতলে পীড়িতা ধরণী
কর, নীলমণি, এর প্রতীকার ;
না বলিব বেশী কিছু আর।

কৃষ্ণ।—অহো, কাল !
সংসারের মোহিনী মায়ায়
মোহিত হইয়াছিনু ;
বুঝিতে পারিনি এত দিন,
আজি মোর হইল চেতনা।
এক দিকে ধরণীর ভার করিনু সংহার,
আর দিকে বহুগুণ ভার বাড়া'নু আপনি।
কাজে কাজে পৃথিবীর জ্বালা,
দেবের বেদনা,
নিরাশা তোমার হইবারে পারে।
ভাল মন্দ—সুখ দুঃখ—আপন বা পর
সকলি সমান মোর কাছে,
কে আমার আছে ?
আমিই বা কা'র ?
মায়া মোহ দিনু ভাসাইয়া।
কহ গিয়া দেবগণে
অবিলম্বে করিব সংহার
নিজ যদুবংশ মোর নিজে,
আমি বই এ বংশ কে নাশে ?
গড়া ভাঙা কার্য্যই আমার,
গড়িয়াছি নিজে—নিজেই ভাঙিব,
পৃথিবীতে আর না রাখিব যদুকুল ;
করিব নির্ম্মূল ;
নিরাকুল করিব ধরারে।

দেবগণে বার্ত্তা দিয়া তুমি,
অবিলম্বে আইস ফিরিয়া,
দ্বারকার পথে পথে ঘরে ঘরে গিয়া
দিবানিশি করহ ভ্রমণ
ভয় প্রদর্শন করিয়া যাদবগণে।
তা'র পর যেবা যুক্তি হয়,
সকলি করিব আমি।
যদুবংশ ধ্বংসের সময়
রুদ্রসহ একসঙ্গে তুমি
অলক্ষ্যে মিশিও মোর দেহে।

কাল।—অনন্ত অচিন্ত্য লীলা তব,
ভবধব! তুমি ভারহারী।
যাই এবে দেবলোকে,
প্রণিপাত করি রাঙা পায়।

কৃষ্ণ।—ফিরিবে ত্বরায়।

[কালপুরুষের প্রস্থান।

ছত্রিশ বৎসর হ'ল গত
কুরুক্ষেত্র দারুণ সমর হৈল সমাপন,
ছত্রিশ বৎসর
রাজ্যভোগ করি'ছেন রাজা যুধিষ্ঠির।
কুরুক্ষেত্র সমর সময়ে
ভীমহস্তে যবে দুর্য্যোধন—
(গান্ধারীর শেষের ভরসা)
হইল নিধন,
সেইকালে শতসুতশোকে
উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল সহ
অভিশাপ দিল মোরে সতী ;—

'কৃষ্ণ, তব চক্রের কৌশলে
পুত্রহীনা হ'য়ে কাঁদি আমি,
কিন্তু তুমি শোনো, চক্রপাণি,
তব পুত্রপৌত্রগণ সহ
যদুবংশ হইবে নির্ম্মূল;
আত্মীয়বিয়োগশোকজ্বালা
মোর মত তুমিও ভুঞ্জিবে।'
গান্ধারী সতীর বাক্য এবে
অবশ্যই করিব পালন।
সতীবাক্য অবহেল্য নহে—
অদহ্য যা' তা'রেও অনা'সে
জ্বলন্ত অনল সম দহে।

বলরামের প্রবেশ।

বল।—নির্জ্জন ভূধরে, ভাই, একাকী কি হেতু
বিমর্ষ অন্তরে বসি'?
প্রফুল্ল বদন, কমল নয়ন
বিষাদের নিদারুণ ভারে
শ্রীহীন কি হেতু হেরি, হরি?

কৃষ্ণ।—আর্য্য, আজ শ্রীপদে তোমার
আছে মোর এক নিবেদন;
মনঃপূত না হ'লেও তব,
অতুষ্টির কারণ হ'লেও
শুনিতে হইবে, পূজ্যবর!

বল।—বল, ভাই!
তোমার আব্দার কোন দিন,
তুচ্ছ অবহেলা করি নাই।

কৃষ্ণ।—ভয় হয় রুষ্ট হও পাছে।

বল।—বল মোর কাছে,
তুষ্ট বই রুষ্ট না হইব।
কৃষ্ণ।—শোনো তবে, নীলাম্বর!
ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক শাখায়
আমাদের যদুবংশ, বীর,
দুর্ব্বহ হ'য়েছে পৃথিবীর।
গণনে ছাপ্পান্ন কোটি,
ভারে মেদিনীর মাটী
নিয়ত করি'ছে টলমল।
যতদূর প্রয়োজন,
তা'রে চেয়ে বেশী ভাল নয়,
বেশী হ'লে কর তা'রে ক্ষয়,—শাস্ত্রের বচন।
আধার আধেয় যদি সমান না হয়,
বিভ্রাট ঘটয়।
পৃথিবীর অবস্থা বুঝিয়া জীব থাকা চাই;
লোকাধিক্যে ঘটয়ে উৎপাত,
দুর্ভিক্ষ সঞ্জাত, গৃহ-বিসম্বাদ,
দারিদ্র্য-পীড়ন, যন্ত্রণা ভীষণ,
নানাবিধ দুর্ব্বিপাক ঘটে,
নিয়মের শৃঙ্খলার পটে
বিশৃঙ্খলা-জ্বালা বড় বাড়ে;
এই সে কারণ, করি নিবেদন—
সামঞ্জস্য রাখিব ধরার,
তেঁই সে আমার অবতার,
তব অবতারো সেই হেতু।
হে অগ্রজ,
নিজ যদুবংশ এইবার করিব সংহার,

পৃথিবীর ভার ঘুচা'ব অচিরে।
নিজে না করিলে ধ্বংস,
এ বিপুল যদুবংশ
কা'র সাধ্য করিবে নির্ম্মূল ?

বল।—কৃষ্ণ রে!
অচিন্ত্য বচন করা'লি শ্রবণ,
ইতস্ততঃ করি যে এখন।
কি উত্তর দিব রে ইহার ?
অন্তর আমার অধীর হইল বড়, ভাই!
কাজ নাই; ভুল, ভাই, হেন অভিলাষ।
আত্মীয়-স্বজন-স্নেহে ভুলেছি আপনা,
কি করিয়ে তাহাদের বিনাশ কামনা
করিবারে পারি ?
তেয়াগ, মুরারি, এ দারুণ অসাধ্য সাধনা!

কৃষ্ণ।—হে লাঙ্গলী!
সাক্ষাৎ অনন্ত তুমি,
তব অংশ মম অংশ এক,
এক অংশ দুই অংশ হ'য়ে
যুগে যুগে করি লোকলীলা।
কেন বৃথা মায়ামোহজালে
আপনারে বাঁধি'ছ আপনি ?
হলপাণি! প্রাণিসৃষ্টিনাশ
ঐশ্বরিকী লীলা দোঁহাকার।
কেবা মরে ? কেবা জীয়ে, দেব ?
লীলাছলে গড়ি' ভাঙি সদা।
সামান্য মানব মোহ-পাশে
জড়ীভূত হ'য়ে অনুক্ষণ

আপন আপন করি' ভ্রময়ে সংসারে,
আমাদের সাজে তা' কি কভু ?
তটিনীর বালিরাশি যথা
স্রোতঃতেজে এক পার হ'তে
আর পারে রাশীকৃত হয়,
তেমতি নিশ্চয়
এ লোকের প্রাণিকুল যায় পরলোকে।
তেঁই সে নিবেদি, পূজ্যপাদ !
নিজবংশ করিব বিনাশ—
এ বিনাশ—লৌকিক বিনাশ ;
যদুকুল ইহলোক ছাড়ি'
স্বর্গপুরে করিবে নিবাস।
অমরের বাসনা পূরিবে,
পৃথিবীর ভার ঘুচে যা'বে।
বল।—যাই বল, ভাই,
মন বড় হ'ল রে উতলা,
কেন হেন ছলা পাতিলি সহসা তুই ?
কৃষ্ণ।—ছলা নহে, দাদা !
গান্ধারীর কথা জাগি'ছে সর্ব্বথা,
সতীবাক্য কে করে হেলন ?
ত্রেতাযুগে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ
ছিলে গো আমার তুমি।
তারার বচন, অঙ্গদের বাণী
হয় কি স্মরণ, হলপাণি ?
নিজকুল করিয়া নির্ম্মূল
আমিও যাইব নিজবাসে।
শ্রীচরণে করি নিবেদন,

ক'র না বারণ,
অঙ্গদ তারার আর গান্ধারীর বাণী ;
সফল হউক, হলপাণি !

বল।—কি দিব উত্তর আর, ভাই,
আর পন্থা নাই বুঝাইতে তোরে।
যুক্তি তোর কে কাটিতে পারে ?
ভাল বুঝ যাহা, কর, ভাই, তাহা,
মহাচক্রী চক্রপাণি !
অপার চিন্তার স্রোতে ভাসাইলি মোরে,
ভাসিয়া চলিনু আমি,
কোথা যে পাইব কূল, হইনু আকুল।

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—বলভদ্র এখনো আকুল !
এখনো মায়ার ডোর বাঁধা আছে প্রাণে,
লৌকিক স্নেহের মরীচিকা
ভুলাই'ছে এখনো উহাঁরে।
মায়া মোহ স্নেহের বন্ধন
ছিন্নভিন্ন করিব এখনি,
তা' নহিলে নাহি হ'বে কার্য্যের উদ্ধার,
ভারাক্রান্তা পৃথিবীর না ঘুচিবে ভার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মায়াপুরী।

সিংহাসনে মায়াদেবী উপবিষ্টা।

দুই পার্শ্বে মায়াসহচরীগণ দণ্ডায়মানা।

মায়াসহচরীগণ।—(গীত) *

(আচম্বিতে মায়াদেবীর সিংহাসন কম্পন)

মায়া।—এ কি এ কি, সখীগণ!
আচম্বিতে সিংহাসন কি হেতু টলিল?
কিসের কারণ, মন উচাটন হইল আমার?
হ্রদের নিশ্চল জলে
শিলাখণ্ড পড়িলে কাঁপয়ে যথা জল,
তেমতি করি'ছে টলমল আসন আমার।
কে যেন স্মরণ করে মোরে,
দেখি দেখি ধ্যানস্থ হইয়া।

(কিয়ৎক্ষণ ধ্যান)

প্রভু মোরে করিলা স্মরণ রৈবতক-বনে।
যাঁহার আদেশে আমি যুগযুগান্তর
ভুলাই অসংখ্য জীবগণে,
তিনি মোরে ভাবিলেন মনে কিসের কারণে?
যাই হোক্ এখনি চলিনু আমি তথা,
তোমরা সকলে থাক হেথা।

[একদিক দিয়া মায়াদেবী ও অপর দিক দিয়া তদীয় সহচরীগণের প্রস্থান।

---

* পরিশিষ্টে ২নং গীত দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

রৈবতক পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ অরণ্য।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—কই, মায়া! আইস ত্বরায়;
কাল ব'য়ে যায়—আইস ত্বরায়।

মায়াদেবীর প্রবেশ।

মায়া।—(কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া)—
সৌভাগ্য আমার আজ অতি—
তেঁই নিজে গোলোকের পতি
করিলা স্মরণ এ দাসীরে।
কি আজ্ঞা পালিব, বিশ্বনাথ,
আদেশহ অনুগ্রহ করি'?

কৃষ্ণ।—দেবতার মনোবাঞ্ছা করিব পূরণ,
পৃথিবীর লোকভার করিব হরণ,
নিজবংশ করিব নিধন।
এই সে কারণ, কৈনু আবাহন,
মায়া গো তোমারে।
বলভদ্র অগ্রজ আমার,
তোমার কৌশলে
আত্মীয় স্বজন প্রতি স্নেহশীল অতি;
তিলমাত্র ইচ্ছা নাহি তাঁ'র করিতে সংহার
এ বিপুল যদুকুল, সতি!
ছাড়' তাঁ'রে আদেশে আমার,
ছাড়' যত যদুগণে তুমি,

পিতাপুত্রে, সোদরে সোদরে,
বান্ধবে বান্ধবে, জ্ঞাতিগণে,
কুটুম্বে কুটুম্বে যেন আর
স্নেহমায়া তিলেক না থাকে।
প্রভাসে হইবে ধ্বংস এ বিশাল যদুবংশ
আপনা আপনি এবে আমার কৌশলে,
এই হেতু বলি,
দ্বারকানগরবাসী জনে
পরিহর আমার বচনে।

মায়া।—তুমি মায়াময়, তুমি মায়াহীন,
উপলক্ষ মাত্র আমি,
অদ্ভুত তোমার মায়ালীলা
কে বুঝিবে বিশ্বপতি ?
তোমারি আদেশে ভ্রমি দেশে দেশে,
বাঁধি' জীবকুলে অটুট ডোরে ;
তোমারি আদেশে ছাড়ি কত লোকে,
ছাড়িনু দ্বারকা, চলিনু পুরে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—মায়াশূন্য হইল দ্বারকা,
কার্য্যসিদ্ধি-পথ হইল প্রকাশ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

(বিনা মেঘে বজ্রপাত, ঝটিকা, ধূলি ও অস্থিবৃষ্টি, শৃগাল-কোলাহল প্রভৃতি নানাবিধ অশুভ সূচনা)

বেগে যদুবংশীয় নাগরিকগণের প্রবেশ।

১ম না।—আচম্বিতে এ কি, ভাই,
বিনা মেঘে কেন বজ্রপাত!
এ কি নিদারুণ ঝড়!
বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ি'ছে উড়িয়া,
অহো কি ভীষণ অস্থিবরষণ!
ধূলায় ধূলায় হইল আঁধার!
দিবসে ডাকি'ছে শিবাগণ—
দারুণ অশিব শব্দ অশুভ লক্ষণ!
কেন হেন দুর্ঘটনা?

২য় না।—কেমনে বুঝিব?
অবুঝ হ'য়েছি আমি হেরি এ ব্যাপার!

১ম না।—হের ওই—
পাণ্ডুবর্ণ রক্তপাদ কপোতনিকর উড়ি'ছে চৌদিকে,
উলূক সমান ডাকি'ছে সারসগণ,
শিবারবে ছাগকুল করি'ছে চীৎকার,
কবন্ধ ঘেরিল দিবাকরে,
নানাবিধ ভয়ঙ্কর ছায়া ছুটে চারি ধারে,
দ্বারকানগরী কেন আজ

খুলিয়া ফেলেছে চারু সাজ !
হের ওই ভীম বাজ পড়ে ঘোরনাদে !
এ কি সর্ব্বনাশ !—নিদারুণ ত্রাস !
কাল আজি গ্রাস করিবে কি আমাসবাকারে !

২য় না।—হের হের, কে ওই আসি'ছে—

১ম না।—তাই ত—তাই ত—কে ও—কে ও ?
কি ভীষণ মূর্ত্তিখান !
আকুল হইল মোর প্রাণ !
ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ ! শূর্প সম দুই কর্ণ,
ভীম দরশন যুগল নয়ন
কুম্ভকার চাক সম ঘূরে !
মুণ্ডিত প্রকাণ্ড মুণ্ড,
ভীষণ ভীষণ তুণ্ড,
লকলকে লম্বিত রসনা !
চুম্বক সমান যেন ও দীর্ঘ রসনা
টানি'ছে দ্বারকাপুরী খান !
ভয়ঙ্কর শাণিত ত্রিশূল
মুষ্টিমাঝে চমকে সঘনে,
ঘনকোলে যেন রে বিদ্যুৎ !

২য় না।—আশঙ্কা হ'তেছে বড় প্রাণে,
কে জানে কি মনে করি'
আমাসবাকার পানে আসে ও মূরতি!

১ম না।—কি ভয় কি ভয় ?
বধিব নিশ্চয় আজি ওরে
এ দারুণ অসির প্রহারে।
বুঝিয়াছি, ভাই !
আজিকার এই যে অশুভ,

ওই তা'র মূল।
করিব নির্ম্মূল ওরে আজ।

২য় না।—ওই এল!

১ম না।—খোল খোল কোষ হ'তে অসি,
চল ওরে নাশি;
যাদবেরা ডরায় কি কা'রে?

(সকলের অসি নিষ্কোষিত করিয়া গমনোদ্যোগ)

বেগে কালপুরুষের প্রবেশ।

সকলে।—মার মার,
আরে দুরাচার, কে তুই—কে তুই?
পালা'বি কোথায়?
আয় আয়, যা'রে যমালয়!

(কালপুরুষের অঙ্গে সকলের অসি প্রহারোদ্যোগ, কিন্তু সহসা কালপুরুষের অন্তর্ধান)

(পুনর্ব্বার মেঘগর্জ্জন প্রভৃতি)

১ম না।—এ কি কাণ্ড! বিচিত্র ব্যাপার!
কোথায় মিলা'য়ে গেল দারুণ পুরুষ!
বুঝিলাম,
যাদবের নাহি আর মঙ্গল-ভরসা।

বেগে বসুদেবের প্রবেশ।

বসু।—কহ, যদুগণ!
কেন আজ হেন কুলক্ষণ!
দেখিলাম ভীষণ পুরুষ—
অমঙ্গলময় মূর্ত্তিখান!
কোথায় প্রস্থান করিল সহসা?
কে রে—কে রে—সে কে রে?

১ম না।—পূজ্যবর!
বড় ডর হইয়াছে মনে!
বসু।—কোথা কৃষ্ণ?—কোথা বলরাম?
১ম না।—হেরি নাই সে দোঁহে নয়নে।
২য় না।—ওই যে আসেন কৃষ্ণ।
বসু।—কই কই?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

ওরে বৎস! এ কি অমঙ্গল!
কুলক্ষণে পূরিল দ্বারকা!
আকুল পুরের নর নারী!
কহ, বাপ! কেন হেন হেরি?
দারুণ পুরুষ এক দেখেছ কি তুমি?
অমঙ্গলমূল সেই জন;
হেন কুলক্ষণ
তা' হ'তেই ঘটি'ছে এ পুরে।
হায় হায়, এ কি রে উৎপাত!
বুঝিরে নিপাত
জনসনে হ'বে আজ সাধের দ্বারকা!
কহ, কৃষ্ণ! মঙ্গল-উপায়,
হায় হায়, এ কি রে হইল!
কৃষ্ণ।—কেন ভয় ভাব, পিতা?
স্থির কর উচাটন মন।
মঙ্গলামঙ্গল দুই আছে—
ভাল মন্দ—শুভ বা অশুভ
জীবভাগ্যে চক্রসম ঘূরে।
বিধাতার নিয়মে থাকিলে
জীবভাগ্যে শুভ সংঘটন,

বিধাতার নিয়ম ভাঙিলে
জীবভাগ্যে অশুভঘটনা।
অবশ্যই এ যাদবকুলে
অপরাধ হ'য়েছে ঘটনা,
এই হেতু অশুভ-তাড়না
আচম্বিতে হইল গো আজ।
এ অশুভ ঘুচিবে অচিরে,
দ্বারকাবাসীরে ল'য়ে যজ্ঞারম্ভ কর।

বসু।—ভাল যুক্তি দিলে, বৎস!
ত্বরায় করিব আমি যাগ,
বিধাতার রাগ করিব নির্ব্বাণ।
যাই এবে করিবারে যজ্ঞ-আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—কৃষ্ণের গৃহ।

কৃষ্ণ ও রুক্মিণী।

রুক্মিণী।—কেন, নাথ, হেন অমঙ্গল
ভীতি'ছে দ্বারকাপুরী আজ?
সুখমগ্ন দ্বারকাবাসীর
এ অশুভে অন্তর অধীর হইয়াছে বড়,
ভয়ে জড়সড়
বালক বালিকা—ক্ষুদ্র শিশু,

ছাগ, মেষ, গাভী, আদি পশু,
তা'রাও আকুল অতিশয়
ভয়ঙ্কর ঝঞ্চাবাতে মেঘের গর্জ্জনে।
নিদারুণ ভীষণ মূরতি
ভ্রমে ইতিউতি দেখাইয়া ভীতি।
এ ঘরে গিয়াছে ঘূরে
ভীমাকার পুরুষ দুর্জ্জয়!
হেরি' তা'রে কাঁপি'ছে হৃদয়।
কি জানি কি হয়, বড় ভয়,
হ'বে বুঝি লয় সলোক দ্বারকাপুরী, নাথ

কৃষ্ণ।—কিবা ভয়? ক্ষান্ত হও, প্রিয়ে!
স্থির কর মন।
রমণীসুলভ প্রাণ, তাই এত আনচান্,
বিপদে না হইও অধীর।
বিধাতার বিড়ম্বনা,
তেঁই হেন কুঘটনা ঘটিল এ পুরে;
এ অমঙ্গল যা'বে দূরে, স্মর বিধাতায়,
তাঁহার ইচ্ছায় এ হেন উৎপাত,
তাঁহারি ইচ্ছায় পুন হইবে নিপাত।
বলিয়াছি পিতৃদেবে
এ অশুভ-নাশে করিবারে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।
(নেপথ্যে সহসা বামাকণ্ঠোত্থিত ভয়সূচক শব্দ)

রুক্মিণী।—ও কি, নাথ! ও কি, নাথ!
ভয়ের উপরে ভয় বাড়ে,
আকুল হৃদয়ে ডাক ছাড়ে
অন্তঃপুরে কে রমণী!
দেখ দেখ ত্বরা করি।

কৃষ্ণ।—এখনি চলিনু আমি,
ভয় নাই—স্থির হও তুমি।
[বেগে কৃষ্ণের প্রস্থান।

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী।—কহ, মা. কোথায় কৃষ্ণ মোর ?
ঘটিয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ !
রুক্মিণী।—কি ঘটিল, ঠাকুরাণি ?
দেবকী।—সত্যভামা উন্মাদিনী প্রায়—
শূন্য দৃষ্টে চায়, আতঙ্কে চেঁচায় ;
কি হ'বে, মা ! কোথা নীলমণি ?
রুক্মিণী।—চল ত্বরা, ঠাকুরাণি,
অকস্মাৎ সত্যভামা কি হেতু এমন।
[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—সত্যভামার গৃহ।

এক পার্শ্বে কালপুরুষ ও অপর পার্শ্বে সত্যভামা।

সত্য।—কোথা নাথ—কোথা নাথ, রক্ষা কর আসি'
আতঙ্কে জীবন যায়,
হায় হায়, এ কি বিভীষিকা !
বধিল আমারে বুঝি যম সম বিষম পুরুষ !
(অস্থিরতার সহিত অত্যন্ত ভয় প্রকাশ)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—ভয় নাই—ভয় নাই—স্থির হও—স্থির হও।
[কালপুরুষের অন্তর্ধান।

সত্য।—(ভয়ে কৃষ্ণকে বাহুমূলে আবেষ্টন করিয়া)
যম যম ! ভীষণ আকার !
ওই ওই—মরি মরি !—
ধর, হরি ! বাঁচাও দাসীরে।

কৃষ্ণ।—কই কে কোথায় প্রিয়ে ?

সত্য।—এই যে এখানে ছিল, এই যে দেখিনু,
কে সে, নাথ ? উৎকট মূরতি—
জগতের ভীতি সঞ্চিল অন্তরে মোর ?

কৃষ্ণ।—চিন্তার উচ্ছ্বাসে
হেন ত্রাসে হ'য়েছ ত্রাসিত,
বিষম দুর্যোগ আজ,
ঝঞ্ঝাবাত, ভীম বাজ,
গভীর গর্জ্জনে ডাকে মেঘ,
প্রভঞ্জন মারে পাকসাট,
এই সব দেখে শুনে, তোমার কোমল মনে
হ'য়েছে হে ভয়ের সঞ্চার,
তাই ছায়াময় হেন ভীমাকার করিলে দর্শন ;
স্থির কর মন,
চল এবে দোঁহে যাই জননীর পাশে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

দূরে কালপুরুষ দণ্ডায়মান।

যজ্ঞসামগ্রী লইয়া দুই জন রাজভৃত্যের প্রবেশ।

১ম ভৃত্য।—ভাই, যে হুজ্জুগ গেছে—

২য় ভৃত্য।—এখনো বাকী আছে।
যতক্ষণ না যগ্‌গি শেষ হয়,
ততক্ষণ প্রাণের ভয়।
বাবা, যে বাজের ডাক!
যেন দশ লক্ষি শাঁক!

১ম ভৃত্য।—ভাই রে, ব্যাটার ঝড়ে
আমার ঘরটা গেছে প'ড়ে।
তোর সাঙাৎনীর যে কষ্ট তা' আর বল্‌বো কি

২য় ভৃত্য।—এখন্ থাকিস্ কোথা?

১ম ভৃত্য।—সে দুঃখের কথা আর বল্‌বো কি,
মাগী থাকে ঢেঁকশালে,
আর আমার আড্ডা গোয়ালে।
ওরে ভাই,
তোর শালকাঠের বোঝাটা একবার নামা।

২য় ভৃত্য।—কেন?

১ম ভৃত্য।—উঃ যে ঘিয়ের মুট কি,

ফাট্‌ছে আমার পুঁটকি !
ঘাড় ভেঙে গেলো—লাগ্‌ছে বড়,
ধর্‌ মুট্‌কি—নামাই ভুঁয়ে।

২য় ভৃত্য।—এ জায়গাটা ভাল নয়,
এ দিক পানে স'রে আয়।

(উভয়ের অতর্কিতভাবে কালপুরুষের দিকে
গমন ও অকস্মাৎ তাঁহাকে দর্শন)

১ম ভৃত্য।—ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে !
ধোল্লে রে—ধোল্লে রে !

২য় ভৃত্য।—ও বাবা ! আবার সেইটে রে !
গিল্লে রে—গিল্লে রে !—পালা পালা !

(উভয়ের বেগে গমনোদ্যোগ কিন্তু অত্যন্ত আশঙ্কাবশতঃ
ভূতলে পতন ও ঘৃতপাত্র চূর্ণ হওন)

(কালপুরুষের অন্তর্ধান)

১ম ভৃত্য।—কই—গেছে—গেছে ?

২য় ভৃত্য।—চুপ কর, লুকিয়ে আছে।

১ম ভৃত্য।—কোথা ?—ওই বেল গাছে ?

২য় ভৃত্য।—হ্যাঁরে ; আমার দাঁতকপাটী লেগেছে !

১ম ভৃত্য।—বলিস্‌ কি !

২য় ভৃত্য।—বাবা রে—বাবা রে—গেলুম রে গেলুমরে !

১ম ভৃত্য।—ওরে আবার কি হোলো রে ?

২য় ভৃত্য।—দাঁতকপাটীর উপর জীবকপাটী !

১ম ভৃত্য।—ও বাবা ! তবেই মাটী !
এখন পালাই চল্‌।

২য় ভৃত্য।—ঘিয়ের মুট্‌কির্‌ কোর্‌বি কি ?

১ম ভৃত্য।—মাথা আর মুণ্ডু!
২য় ভৃত্য।—তবে এক কাজ কর্;—
আমি তো মরা,
তুই-ই এই কাঠের বোঝা সরা।
১ম ভৃত্য।—তা' যেন সরাচ্চি,
কিন্তু আছাড় খেয়ে ভেঙে গেছে আমার পা,
হাঁট্‌তে নারবো—ও বাবা!—ও মা!
কাঠের বোঝা মাথায় কোরে,
আমি তোর কাঁধে চড়ি,
যাই চ দু'জন রাজার বাড়ী।
২য় ভৃত্য।—(স্বগত) ও বাবা বলে কি!
কাঠের বোঝা মাথায় কোরে
ঘাড়ে চোড়্‌বে আমার,
মোর্‌বো আমি পোড়ে।
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)
ওরে বাবা, আবার এল রে!
১ম ভৃত্য।—কই রে!
২য় ভৃত্য।—ওই রে!
১ম ভৃত্য।—পালা রে—পালা রে?
[কাষ্ঠভার লইয়া উভয়ের পলায়ন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—যজ্ঞভূমি।

দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত।

বসুদেব, বলরাম, কৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবগণ দণ্ডায়মান।

দুর্ব্বাসা।—(বসুদেবের প্রতি)—
অশুভবিনাশ-যজ্ঞ হৈল সমাপন,
লহ, ধর্ম্মশীল! আহুতির শেষ,
যাদবমহিলাগণে করহ প্রদান,
যজ্ঞজল গৃহে গৃহে ছিটাইয়া দাও,
শুদ্ধাচারী বিপ্রগণ
এই বারি স্বর্ণঝারি ভরি'
দ্বারকার চারিটি সীমায়
বিন্দু বিন্দু করুন্ বর্ষণ;
অশুভ-লক্ষণ হইবে বিলয়।
(অন্যান্য সকলের প্রতি)
তোমরাও লহ সবে আহুতির শেষ,
যাও এবে, কর গিয়া যজ্ঞান্তিক স্নান।
[কৃষ্ণ ও ঋষিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
বাসুদেব! তোমারি কৃপায়
বুঝিয়াছি মনোভাব তব।
এত দিনে মর্ত্ত্যলীলা, প্রভো!,
করিবে কি বিসর্জ্জন?
কৃষ্ণ—তপোধন!
অজ্ঞাত নাহি কো কিছু তব,

ভূত ভাবি বর্ত্তমান জানত তো সকলি ;
দৈবের নিয়ম না হয় লঙ্ঘন,
ঘটনার সত্য-ছবি অবশ্য অঙ্কিবে
জাগতিক বিশাল হৃদয়ে
পরোক্ষে সুসূক্ষ্ম ভাবে।
যা'র পরে যাহা, ঘটিবেই তাহা,
লঙ্ঘন না হ'বে তা'র ;
জন্ম মৃত্যু—হ্রাস বৃদ্ধি—অলয় বিলয়
বিধাতার অটুট নিয়ম।
কিছুই নহেক স্থির,
চক্র সম ঘুরি'ছে সদাই,
আজ হেথা—কাল সেথা—
একভাবে কিছু নাহি রয় ;
বিধাতার হেন ইচ্ছা মনে,
বল তবে, থাকিবে কেমনে
একভাবে অনন্ত জগৎ ?
নিজে লোক নাহি করে কিছু,
যাহা করে, বিধির ইচ্ছায়,
নিজে বিশ্বে নাহি হয় কিছু,—
যাহা হয়, বিধির ইচ্ছায়।
কা'র সাধ্য সে ইচ্ছা নিবারে ?
বিধিলীলা অচিন্ত্য জীবের।

দুর্ব্বাসা।—কে সে বিধি ?—বিধিলীলা কিবা
কহ মোরে, লীলাময় ?
তোমার মহিমা, তোমার গরিমা,
অভেদ্য কৌশল-খেলা তব,—
তব সৃষ্ট বিধি, ইন্দ্র, ভব

শতাংশের একাংশ না বুঝে,
কি বুঝিব ক্ষুদ্র আমি ?
বুঝিতেও নারিব কখন।
ইচ্ছারে লইয়া সাথে
খেলাও খেলাও, খেলুয়াড় !
দিয়াছ নয়ন,
তব খেলা খালি চেয়ে দেখি।
আসি তবে, জগন্নাথ !
প্রণিপাত করি শ্রীচরণে।
পার্থিব প্রণাম হ'ল শেষ,
বৈকুণ্ঠে নমিব পুন এ পদপঙ্কজে।

(কৃষ্ণকে সকলের প্রণাম)

কৃষ্ণ।—মুনিবর !
আছে মোর এক নিবেদন—
সবে মিলি' করহ গমন ওই পথ দিয়া ;
আমার তনয়গণ
করিতেছে বিচরণ আনন্দে মাতিয়া
যজ্ঞের উৎসবে আজি।
তা' সবার শিরে
আশীর্ব্বাদ ক'রে দেহ পূত-পদধূলি।

[দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের প্রস্থান।

বলরামের পুনঃপ্রবেশ।

বল।—কৃষ্ণ রে,
আচম্বিতে এ কি হ'ল মোর ?
বাম বাহু, বাম অক্ষি কাঁপি'ছে আমূল,

প্রাণের ভিতর থেকে যেন
কি ডুবিল সমুদ্রের জলে,
কভু শূন্য হেরি চারি ধার,
কভু হেরি নিবিড় আঁধার,
ভূতলে আকাশে যেন লাগিল আগুন ;
বড় ভয় হয়, না জানি কি হয়,
চক্রধর, বাক্য ধর মোর,
ফিরা রে ফিরা রে ইচ্ছা তোর।
আজ বড় হইনু আকুল।

কৃষ্ণ।—গান্ধারী রাণীর বাণী লঙ্ঘিব কেমনে ?
ধৈর্য্য ধর মনে, ধরি শ্রীচরণে।

বল।—আবার দেখাস্ সেই প্রাণান্ত প্রমাণ !
বৃথা যজ্ঞ—বৃথায় সান্ত্বনা,
কৃষ্ণ ! তোর মনের মন্ত্রণা স্বতন্ত্র—
স্বতন্ত্র বাহ্যভাব !
বুঝিলাম এবে রে নিশ্চয়—
যদুবংশক্ষয় কে আর করিতে পারে ?

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—এখনো ছাড়েনি মায়া বীর বলরামে ?
রৈবতক পর্ব্বতের নিবিড় কাননে
মায়ারে আবার ডাকি গিয়া।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব প্রভৃতির প্রবেশ।

সারণ।—কোন্ বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ?
প্রদ্যুম্ন।—জ্যোতিষ আমার মতে বিদ্যার প্রধান ;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখি সে বিদ্যায়,
আর আর বিদ্যা যত বিবাদের হেতু—
অসার বিফল ;
সফল জ্যোতিষ-বিদ্যা সাক্ষী রবি শশী।
সারণ।—জ্যোতিষের গুণ গাও বড় ;
ভাল, মোরে দেখাও তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ?
প্রদ্যুম্ন।—আমি তো জানি না, ভাই,
কি করিয়া দেখা'ব প্রমাণ ?
আজিকার যাগে আসিয়াছে নানা মুনিগণ,
তাঁ'রা বিচক্ষণ সকল বিদ্যায়,
যজ্ঞ সমাপিয়া, এই পথ দিয়া
ফিরিবে কুটীরে সবে ;
তাঁ'দের হইতে
জ্যোতিষের সত্য আজ দেখা'ব তোমারে।
শাম্ব ভাই,
তুই বড় দেখিতে সুন্দর,
মেয়েলি মেয়েলি মুখখানি,
তোরে আজ গর্ভবতী নারী
সাজাইব সারণের সন্দেহ নাশিতে।
নিভৃতে সাজা'ব তোরে, চল।

[সকলের প্রস্থান।

একজন মুনিভৃত্য ও দুই জন মুনিশিষ্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।—ওগো দাদাঠাকুর, দু'মোনি বস্তা আমার
কম্ম নয়—বড় ভারী—তোমরা একবার ধর—
নামাই—ঘাড় গেলো।

১ম শিষ্য।—অত বড় ভারী বস্তা নামা'বার শক্তি
আমাদের নাই।

ভৃত্য।—সে কি কথা! তোমরা যজ্ঞিবাড়ী আজ
কোসে ঘিয়ের জিনিষ, দুদ, ক্ষীর খেয়ে এলে,
তোমাদের জোর নেই আর আমার বুঝি
চিঁড়ে মুড়কী টোকো দোয়ের দু'মোনি জোর!

২য় শিষ্য।—কি এমন ভারী?
খান কএক তৈজস পাত্র বৈ তো নয়।

ভৃত্য।—তবে ধোরে নামাতে চাও না কেন

২য় শিষ্য।—আর খানিক দূর চল্—নামাবো।

ভৃত্য।—তবে আমার দায় দোষ নেই—
ভাঙে চোরে তো জানিনি।

১ম শিষ্য।—গুরুঠাকুর তোর সর্ব্বনাশ কোর্‌বেন।

ভৃত্য।—সব্বনাশের তো বাকী আছে বড়!
না খেয়ে খেয়ে হাড়ের ভেতোর মাস ঢুকেচে

দুর্ব্বাসার প্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—কি হেতু বিলম্ব কর হেথা?
রাজপথে জনতা নিষেধ।

ভৃত্য।—ঠাকুর মশয়!

দুর্ব্বাসা।—কি হ'য়েছে?

ভৃত্য।—না, কিছু না।

১ম শি।—গুরুদেব!

অতি গুরুভারে কাতর কিঙ্কর তব;

বলি' বলি' করি' না বলি'ছে তব ডরে।

দুর্ব্বাসা।—অন্তর ইহার বুঝ নাই, শিষ্যগণ!

বুঝি আমি ভাল মতে;

এ কিঙ্কর ধূর্ত্ত-চূড়ামণি।

তপোবনে গিয়া

দিও এরে তৈজস বসন ভাগ করি'।

ভৃত্য।—ঠাকুর মশয়, যা' বোল্‌চো তা' নয়;

তবে তুমি না দিলে দেবে কে?

দুর্ব্বাসা।—যাও ত্বরা—পথ বহু দূর,

বেলা প্রায় অবসান।

কিঞ্চিৎ বিলম্বে আমি যা'ব।

[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

ভৃত্য।—ওগো দাদা ঠাকুররো, চল চল—

পচ্ছিমে একখানা ভূতের চামড়ার মত কালো

মেঘ উঠেচে।

ঐ রকম মেঘ দেখলেই মোর ঠাকুরমা বোল্‌তো—

'পচ্ছিমে মেঘা ভূতের গা।

গাঁঙের জলে ডুবোয় লা॥

নিশেস ফেলে উঠোয় ঝড়।

গাছ ভাঙে মড় মড়॥

হাঁ কোল্লেই ঝরে জল।

ছ' লাখ ছাতে ল' লাখ লল॥'

১মশি।—(সহাস্যে) পালাই চল—পালাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

দুর্ব্বাসার পুনঃপ্রবেশ।

দুর্ব্বাসা।—কই হেথা কৃষ্ণসুতগণ ?
বোধ হয় আরো দূরে সবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান।

প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব প্রভৃতি।

প্রদ্যুম্ন।—হের, হে সারণ ভাই,
শাম্ব যেন শাম্বী হইয়াছে ;
খুঁৎ খাঁৎ রহে যদি বল এই বেলা,
ঠিক ঠাক করি আমি।
সারণ।—খুঁতের কণিকা মাত্র নাই,
কি বলিব, ভাই,
বড়ই সেজেছে ভাল,
উদ্যান হ'য়েছে আলো,
বলিহারি যাই।
প্রদ্যুম্ন।—চল, শাম্ব, যাই রাজপথে।
শাম্ব।—লজ্জা বড় হয় মনে,
দাঁড়া'ব কেমনে রাজপথে !
তাহে তুমি লৌহখণ্ড দিয়া
বস্ত্র জড়াইয়া
সাজা'য়েছ নবম মাসের গর্ভবতী,

গুরু ভার অতি,
পথি বহি যাইব কেমনে!

প্রদ্যুম্ন।—কি করিব বল, ভাই, না হইলে নয়,
সারণের সন্দেহ বিলয়
কিসে বা করিব?
জ্যোতিষের সত্য তত্ত্ব দেখা'ব সারণে।

শাম্ব।—মন কেন করি'ছে এমন?
কি যেন কি হ'তেছে অন্তরে।

প্রদ্যুম্ন।—নারী সাজিয়াছ বলি'। এস চলি'।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

দুর্ব্বাসা।

দুর্ব্বাসা।—ঐ না এ দিকে আসে
শ্রীকৃষ্ণের কুমার-নিকর?
কে ঐ যুবতী আসে, ও সবার সাথে?

প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব প্রভৃতির প্রবেশ।

কহ, কৃষ্ণসুতগণ, কে এই যুবতী?

সারণ।—তপোধন!
এ রমণী বভ্রুর বনিতা,
প্রায় পূর্ণগর্ভবতী;
কি সন্তান হইবে ইহাঁর,
অন্তর মাঝার এঁর সেই ইচ্ছা জাগে।

জানি মোরা
ব্রাহ্মণ নিচয় জানেন নিশ্চয়
জ্যোতিষাদি বিদ্যা সর্ব্ববিধ ;
তেঁই এই ভিক্ষা শ্রীচরণে—
করুণা করিয়া বলুন গণিয়া
কি সন্তান গর্ভে ধরে এই গর্ভবতী ?

দুর্ব্বাসা।—ভাল ভাল, বলিব গণিয়া।
(গণনা করিয়া সক্রোধে)
আরে আরে দুরাচারগণ !
কৃষ্ণের নন্দন বলি’ এত অহঙ্কার ?
ব্রাহ্মণে করিস উপহাস ?
তো সবার পিতা যিনি,
সেই কৃষ্ণ পূজেন ব্রাহ্মণে ;
তাঁ’র পুত্রগণ হৈল হেন কুলাঙ্গার,
দম্ভ অহঙ্কার ধরে মনে ?
হইয়াছে মতিচ্ছন্ন,
ঘুচিয়াছে জল অন্ন,
প্রাণশূন্য হইতে বাসনা ?
যে সে বিপ্র নহি আমি,—
ত্রিভুবন-বিখ্যাত দুর্ব্বাসা !
সাক্ষাৎ ক্রোধের মূর্ত্তি,
দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
বিশ্ব চরাচর কাঁপে থর থর
হেরিলে জ্বলন্ত বহ্নি সম ক্রোধ মোর,
সেই দুর্ব্বাসার সনে করিস চাতুরী ?
শাম্বে সাজাইয়া নারী,
লৌহখণ্ডে বসন আঁটিয়া

সাজাইলি গর্ভের সাজনি!
কি সন্তান জনমিবে জানিতে বাসনা?—
শোন্ তবে, ধূর্ত্তগণ!
এ গর্ভে প্রসূত হ'বে লৌহের মুসল,
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতি শাখা সহ
নিশ্চয় নিশ্চয়
এ বিপুল যদুকুল হ'বে ইথে ক্ষয়

(সভয়ে সকলের দুর্ব্বাসার পদধারণ)

সারণ।—ক্ষম, তপোধন,
ভাগ্যদোষে হিতে বিপরীত,
রক্ষা কর—রক্ষা কর—দোষী ভৃত্যগণে।

দুর্ব্বাসা।—নাহি ক্ষমা;—ক্ষমা যদি করি,
না র'বে নামের গুণ মোর।
যদুবংশ-ধ্বংস সুনিশ্চয়।

[প্রস্থান

প্রদ্যুম্ন।—চল, পুন ধরি গে চরণ,
পারি যদি রোষ নিবাইতে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—নদীতটে দেবালয়।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—জগতলোচন রবি মুদিয়া লোচন
ডুবিল পশ্চিম-সিন্ধু-জলে;

ধূষরবরণা সন্ধ্যা ছাইল মেদিনী ;
কাল-সন্ধ্যা কালের কৌশলে।
কই, মায়া, আইস আবার।

মায়ার প্রবেশ।

কি করিলে? বল, ভদ্রে, নাহি ছাড় কেন?

মায়া।—মায়াময়!
ছাড়িবারে ইচ্ছা করি,
কিন্তু বড় ভয় ভাবি মনে,
পাছে তিনি রুষ্ট হ'য়ে কষ্ট দেন মোরে।

কৃষ্ণ।—আজের নিশীথে
অবশ্যই পরিহার করিবে অগ্রজে।
যদি তিনি রুষ্ট হন,
স্পষ্ট করি' বলিও তখন,—
'কৃষ্ণের আদেশে ছাড়ি' তোমা'।'

মায়া।—যে আজ্ঞা, চলিনু তবে।

[মায়ার প্রস্থান

ব্রহ্মশাপ-প্রসূত লৌহ মূসল লইয়া প্রদ্যুম্ন, সারণ,
শাম্ব প্রভৃতির প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন।—(সলজ্জে) পিতা, আজ ঘটিল বিভ্রাট!

কৃষ্ণ।—কহ খুলি' মনের কপাট?
এ কি! কোথা পেলে এই লৌহের মূষল?

প্রদ্যুম্ন।—এ মূসল বিভ্রাটের ফল!
আজি মোরা বুদ্ধিদোষে মজি'
শাম্বেরে সাজা'নু নারী
লৌহখণ্ডে গর্ভ বিরচিয়া;
দুর্ব্বাসারে কহিলাম পথে—

এই গর্ভবতী নারী
কি সন্তান করিবে প্রসব ?
পরিহাসে পুছি নাই,
কিন্তু ভাগ্যদোষে
পরিহাস ভাবি' ঋষি কৈলা অভিশাপ,
"এ গর্ভে প্রসূত হ'বে লৌহের মূষল ;
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতি শাখা সহ
নিশ্চয় নিশ্চয়
এ বিপুল যদুকুল হ'বে ইথে ক্ষয়।"
মনে বড় হইতেছে ভয়,
কি জানি কি হয়,
অনলপ্রতাপ দুর্ব্বাসার শাপ কে করে লঙ্ঘন ?
রক্ষ, নারায়ণ ! তুমি বই গতি নাই আর,
কর গো নিস্তার
এ দুস্তর ব্রহ্মশাপ-মহাসিন্ধু হ'তে,
নতুবা অচিরে ধ্বংস-স্রোতে
বিপুল যাদবকুল যাইবে ভাসিয়া।

কৃষ্ণ।—বাছাধন ! দৈববিড়ম্বনে
এ কুলে লাগিল ব্রহ্মশাপ !
সবি আমি পারি,
কিন্তু আমি নারি
ব্রহ্মশাপ করিতে লঙ্ঘন,
কে করে খণ্ডন
বিধির জটিল বিধি-লেখা ?
কিন্তু এক পন্থা আছে,—
এ মূসল ল'য়ে যাও প্রভাসের তীরে,
শিলায় ঘসিয়া ফেল রে ধুইয়া

ঘরষিত রেণুরাশি।
প্রভাস-তীর্থের মহিমায়
হয় তো ব্রাহ্মণশাপ মোচন হইবে।
অবিলম্বে যাও,
সারানিশি ঘসি' ঘসি' নাশ এ মূসল।
এই ব্রহ্মশাপ-কথা না কহিও কা'রে।

[কৃষ্ণ ব্যতীত মূসল লইয়া সকলের প্রস্থান।

যদুকুলে ব্রহ্মশাপ! অসম্ভব কথা!
দুর্ব্বাসারে উপলক্ষ করি'
এ বংশের ব্রহ্মতেজ হরি'
আপনাতে লইনু আপনি।
কোথা, কাল! এস একবার।

কালপুরুষের প্রবেশ।

শোনো, কাল!
নিজ বংশ নাশ-পন্থা হইয়াছে আজ;
তিথিসংক্রমণ হ'বে বিপরীত ভাবে,
ত্রয়োদশী তিথিতে অচিরে
অমাবস্যা হইবে সংযোগ,
অতীব দুর্দ্দিন সেই,
সেই দিনে নাশি' নিজ কুল
বিষ্ণুলোকে করিব প্রয়াণ।
আজি হ'তে বিশেষ করিয়া
স্বগণে লইয়া
নাশ-মন্ত্র পড় হুঙ্কারিয়া।

কাল।—যাই তবে, আনি নিজ গণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—বলরামের শয়নগৃহ।

পর্য্যঙ্কে বলরাম নিদ্রিত।

(গৃহদ্বার অর্গলে রুদ্ধ)

(সহসা গৃহমধ্যে মায়ার আবির্ভাব)

মায়া।—ধবল গিরির চূড়া যেন
কনক-পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যায়;
কঠিনে কোমল মিশিয়াছে,
আয়ত লোচনযুগ র'য়েছে মুদিত,
শ্বেতগঙ্গাজলে যেন কমল যুগল;
মৃদু মৃদু বহি'ছে নিশ্বাস,
গললগ্ন ফুল্ল ফুলমালা
সে নিশ্বাসে ঢালি'ছে সৌরভ।
মধুপায়ী বলভদ্র;
মধুগন্ধ নিশ্বাসে খেলায়;
ফুলবাসে মধুবাসে মিশি'
কি এক নূতন বাস উড়ি'ছে আবাসে।
কেমনে ছাড়িব এঁরে?
না পাই সন্ধান, আকুল পরাণ,
ও দিকে কৃষ্ণের আজ্ঞা, আতঙ্ক এ দিকে,
উভয় সঙ্কট মোর আজ,
এ দুরূহ কাজ করিব কেমনে?

(সহসা বলরামের নিদ্রাভঙ্গ)

বল।—(অর্দ্ধোত্থিত হইয়া)
কে তুমি?—স্ত্রীজাতি দেখিতেছি;

অর্গলে আবদ্ধ মোর গৃহের দুয়ার,
কোন্ পথে করিলে প্রবেশ ?
মানবী কখন নহ তুমি,
রুদ্ধ গৃহে নাহি পারে মানবী পশিতে;
দেবদৈত্যদানব-সম্ভবা,
অথবা অপ্সরা,
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী কিবা হ'বে ;
কহ মোরে সত্য করি'
কি বাসনা জাগে তব মনে ?

মায়া।—মহাবীর ! মায়া মোর নাম,
সবার হৃদয়ে বসি আমি ;
আছে মোর এক নিবেদন,—
করহ শ্রবণ,
এবে আমি ত্যজিব তোমারে।

বল।—কি করিনু অপরাধ ? কেন হেন সাধ বাদ ?
হৃদয়-আসন মোর কঠিন কি এত ?
থাকিতে না চা'ও তুমি তাই ?
কিবা বিঘ্ন পাইলে গো তুমি,
বল খুলি'—এখনি করিব প্রতীকার।
এ কি, মায়া ! বিচার তোমার ?
বাঁধিয়া সংসার-ডোরে স্নেহ-গ্রন্থি দিয়া,
এবে তুমি ছাড় কি বলিয়া ?
না হয় কঠিন আমি,
কিন্তু তুমি পুরুষ না নারী ?
বল তো বিচারি'
কিসে নিরমিত তব রমণী-হৃদয় ?
এ উচিত নয়,

না বলিও এ হেন নিঠুর বাক্য আর।
তুমিই না, মায়া, মোর প্রাণে
পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনীর,
পূজনীয় জনক মাতার,
অর্দ্ধকায়া সঙ্গিনী জায়ার,
আত্মীয় কুটুম্ব যত আর,
সকলের মায়ামাখা স্নেহ ভালবাসা
সাজা'য়ে রেখেছ পলে পলে
কুসুমস্তবক সম ?
আজ তুমি সেই সব স্বর্গীয় রতন
ফিরে নিতে চাহ কি বিচারে ?
কভু না ছাড়িতে দিব মোরে,
পুন পশ' এ হৃদয়-পুরে।

মায়া।—আমি কি করিব, দেব!
নাহি ইচ্ছা ছাড়িতে আমার,
জানি বিধিমতে
তোমা সবে ছাড়ি' আমি রহিব কোথায় ?
কিন্তু কি করিব, হলায়ুধ,
অনুজ শ্রীকৃষ্ণ তব আদেশিলা মোরে
পরিহার করিতে তোমারে।

বল।—হা কৃষ্ণ! হা মহাচক্রী!
গূঢ়তত্ত্ব বুঝিনু এক্ষণে ;
হায় হায়, কি চক্র খেলি'ছ ভাই তুমি!
কৃষ্ণের বাসনা আমি এড়াই কেমনে!
ভাল, মায়া!
কৃষ্ণ সনে সাক্ষাৎ করিয়া,
মনে বিচারিয়া,

যা' হয় করিব আমি ;
ছাড়িবার হয় যদি ছাড়িও তখন,
প্রবেশ' এখন
মায়াশূন্য হৃদয়-মন্দিরে।

মায়া।—শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।

(গৃহমধ্যে মায়ার অন্তর্ধান)

বল।—শয্যা-গৃহ কণ্টক সমান,
অবস্থান না করিব হেথা।
বড়ই আকুল হ'লো প্রাণ,
কৃষ্ণ রে, কাঁদা'লি মোরে তুই!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

একজন মৎস্যজীবী ও তদীয় পত্নী।

পত্নী।—মিন্সে যেন হাওয়া,
এত ছুটে পোষায় না মোর যাওয়া,

মৎস্যজীবী।—মেয়ে মানুষের মুয়ে আগুন,
ষোলো আনাই দোষ,
একটি শুধু গুণ—
নুন্ দে ভাত মারে তিন গুণ।
হাঁটার বেলা গাঁটে ব্যথা,
গেলার বেলা যেন জাঁতা!

পত্নী।—আমর, মিন্সে, পোড়ারমুখো,
বড় যে দিচ্চিস্ খোঁটা?
মার্‌বো মুখে মুড়ো ঝাঁটা!
এই নে তোর মাছের ঝুড়ি,
এই আমি চোল্‌নু বাড়ী;
হাটে যদি যাই,
তো তোর মাথা খাই!

(ভূতলে ঝুড়ি রক্ষা)

মৎস্যজীবী।—দোহাই—দোহাই!
বৌ তোর পায়ে পড়ি, যাস্‌নে বাড়ী,
তুলে নে মাছের ঝুড়ি।

পত্নী।—কোন্ বেটী আর হাটে যা'বে,
কোন্ শালী তোর ভাত বা খা'বে।
মৎস্যজীবী।—ও বাবা! এত রাগ!
মাগী যেন মদ্দা বাঘ!
হ্যা দেখ, বৌ, এক কাজ কর্—
ঝুড়ি নিয়ে আমার ভারে চড়্।
ঘুচে যা'বে পায়ের ব্যথা,
এ কথা কি মন্দ কথা?
পত্নী।—নিজে নিজের মাথা খা,
ম'রে যা—ম'রে যা!
মৎস্যজীবী।—হা—হা—হা!
ভাগ্যে আমি বেঁচে আছি তাই তো ধোবা তুই,
বিধোবা যে হ'বি রে বৌ, ম'লে প'রে মুই!
পত্নী।—মুখে আগুন!—বুকে বাঁশ!
নেপথ্যে।—চাই হাঁস—বালী হাঁস!
মৎস্যজীবী।—ও আবার কে?—জরা যে!

জরা ব্যাধের প্রবেশ।

জরা।—দেবী দেবায় হোচ্চে কি!
মৎস্যজীবী।—আরে ছি ছি ছি!
মিছি মিছি—খিচি খিচি!
জরা।—ওরে স্যাঙাৎ, এটা কি?
মৎস্যজীবী।—নোয়ার ফলা।
জরা।—কোথায় পেলি?
মৎস্যজীবী।—পেভাস ঘাটে কাল সকাল বেলা;
ছিলো একটা মাছের পেটে,
হাটে গিয়ে মাছটা কেটে
পেনু এটা—

জরা।—বটে বটে!
তা এটা আমায় দে না।
মৎস্যজীবী।—অম্নি নাকি?
জরা।—না না—এই পাখীটে নে না।
মৎস্যজীবী।—এ নোয়ায় কি কোর্‌বি শালা?
জরা।—তীরের ফলা।
মৎস্যজীবী।—ও—ঠিক।
তবে পাখী দে—আর এটা নে।
(পরস্পর গ্রহণ)
পত্নী।—আর আমি বুঝি কেউ নই?
জরা।—আরে বাস্—তাও কি হয়—
তুই যে আমার সই,
নে নে এই পালক নে,
দে দে খোঁপায় দে!
পত্নী।—মিতিন আমার রাগবে যে!
জরা।—আরে, তুইও যে—সেও সে!
মৎস্যজীবী।—(সহাস্যে) বটে রে শালা বটে বটে!
জরা।—হে—হে—হে!
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

কৃষ্ণ ও বলরাম।

বল।—কৃষ্ণ রে,
যাই আমি দুর্ব্বাসা-আশ্রমে,

ভূমে লুটাইয়া, চরণে ধরিয়া
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি ;
ঋষিগণ ক্ষমার নিধান,
করি' দয়া দান
রক্ষা করে অনুগত জনে ;
এই সে কারণে দুর্ব্বাসা-চরণে
মাগি গিয়া যদুকুলত্রাণ।

কৃষ্ণ।—বৃথা আশা, পূজ্যবর !
সাক্ষাৎ ক্রোধের মূর্ত্তি দুর্ব্বাসা তাপস,
রোষ তাঁ'র চরিত্র-ভূষণ ;
পশ্চিমে যদিও উঠে ভানু,
অনল যদিও স্নিগ্ধ হয়,
পর্ব্বত যদিও উড়ে নভে,
শুষ্ক হয় যদিও সাগর,
তথাপি না নড়ে রুষ্ট দুর্ব্বাসার শাপ।
অনল-প্রতাপ সেই ঋষি।

বল।—কি বলিলে, ভাই,
নাহি ক্ষমা দুর্ব্বাসার মনে ?
ভাল ভাল,
তাই আমি চাই,
কভু না ডরাই
হেন রোষ-দুষ্ট ব্রাহ্মণেরে।
ক্ষমাহীন জন
বিভুদ্রোহী—মহাপাপী—নরকের কীট !
হেন জনে না চাহে ধরণী
ধরিবারে আপনার কোলে।
নিতান্তই চরণ-ধারণে

না ভিজে—না গলে যদি দুর্ব্বাসার মন,
তা' হ'লে নিশ্চয়
সেই সে নির্দ্দয়
যা'বে যমালয় এ মূষল-ঘায়।
কঠিনতা নির্দ্দয়তা রোষের সহিত
দুর্ব্বাসার মরণ নিশ্চিত;
অভিশপ্ত, অভিশাপ-দাতা
ইহলোক একত্রে ত্যজিবে।

কৃষ্ণ।—শ্রীপদে মিনতি করে দাস,
হেন অভিলাষ
তোমা হেন জনে নাহি সাজে।
ব্রাহ্মণে বধিয়া
কলঙ্ক কিনিয়া কিবা লাভ?
ব্রহ্মহত্যা দারুণ পাতক।

বল।—যে ব্রাহ্মণে দয়া মায়া নাই,
যে জন সদাই
মহাপাপ ক্রোধের আকর,
হেন পাপী ব্রাহ্মণেরে করিলে নিপাত
নাহি অর্শে পাপ কোন মতে!
না করিও নিষেধ আমায়,
বধিব তাহায়,
হয় হ'বে পাপ, নাহি পরিতাপ,
পৃথিবীর অরি সে দুর্ব্বাসা।

কৃষ্ণ।—যা' বলিলে সত্য কথা,
ক্ষমাহীন ক্রোধী জন
পৃথিবীর কণ্টক নিশ্চয়;
ক্রোধ সম শত্রু নাহি আর,

ক্ষমা সম নাহি অলঙ্কার,
এই সে কারণ, করি নিবেদন—
ছাড়ো ক্রোধ—ক্ষমাশীল হও, নীলাম্বর!
যদুকুলে কভু কোন জন
করে নি হেলন
ব্রাহ্মণের বচন-গৌরব।

বল।—গৌরবে গৌরব রাখে লোকে,
অপমানে করে অপমান;
গালি দিলে প্রশংসা কোথায়?
প্রহারিলে কোথা পদ-সেবা?
দুর্ব্বাসা রুষিল বিনা দোষে
সত্য মিথ্যা না করি' বিচার;
প্রদ্যুম্নাদি পুত্রগণ তব
করে নাই তা'রে পরিহাস,
তবে কেন হেন অভিশাপ
দিল মুনি যাদবের কুলে?
বল, ভাই, করিয়া বিচার,
কিরূপে গৌরব রাখি তা'র?

কৃষ্ণ।—যা' কহিলে, পূজ্যবর,
সত্য বলি' মানি আমি তায়;
কিন্তু ইথে দুর্ব্বাসা তাপস
নহে দোষী কোন রূপে;
বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছায়
এ ঘটনা ঘটিল সহসা।
কোন্ সূত্রে কি ঘটে কখন
কে পারে বুঝিতে?
বিধি-ইচ্ছা কে করে লঙ্ঘন

তিল পরিমাণে ?
তেঁই কহি,
নাহি দেখি দুর্ব্বাসার দোষ,
পরিহর রোষ, মহাশয় !

বল।—বুঝি বুঝি, কিন্তু পুনরপি
নারি রে বুঝিতে কথা তোর।
তবে কি নিশ্চয় যদুকুল-ক্ষয়
হইবে রে এতদিনে !
বিধাতার লীলা,
আর তোর কূটযুক্তি-খেলা
আশা ভরসার শেষ করিল আমার।
হায় হায়,
যদুবংশ-ধ্বংস এতদিনে !
কাঁদে প্রাণ হৃদয়ে লুটা'য়ে।

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—আমিও বারেক যাই রাজ-সভা মাঝে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজসভা।

সিংহাসনে উগ্রসেন ও বসুদেব আসীন।

যথাস্থানে সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, সারণ, শাম্ব ও অন্যান্য যদুগণ উপবিষ্ট।

উগ্র।—কিছুতে যে কুলক্ষণ নাহি হয় শেষ।

বসু।—যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল সকলি,
নিরুপায় উপায় বিহনে এবে আমি,
বিশ্বস্বামী বাম যদুগণে।
উগ্র।—অচিরে কৃষ্ণেরে হেথা আনহ, সাত্যকি!
সাত্যকি।—যথা আজ্ঞা, মহারাজ!
[প্রস্থান।

কৃত।—মহারাজ,
কৃষ্ণ বই না দেখি উপায়।
উগ্র।—সত্য কথা,
কিন্তু, হায়, বিধি-বিড়ম্বনে,
ভাগ্য-দোষে আমা সবাকার
কিছুতে না কিছু শুভ ঘটে,
দিনে দিনে—পলে পলে
সাগর-উচ্ছ্বাস সম বাড়ে শুধু ভয়,
না জানি কি হয় কোন্ ক্ষণে।

কৃষ্ণের সহিত সাত্যকির পুনঃপ্রবেশ।

কহ, কৃষ্ণ, কিসে রক্ষা পায়
সাধের দ্বারকাপুরী,
কিসে পায় ত্রাণ
কিসে পায় প্রাণ
এ বিপদে যদুগণ?
বসু।—বৎস রে!
তোর যুক্তি বই
কোন কাজ নাহি করে কভু যদুগণ,
তোর পরামর্শ-ডোরে
বাঁধা আমি,

বাঁধা মহারাজ উগ্রসেন।
কি করি এখন,
পরামর্শ দে রে পুনর্ব্বার।
দ্বারকার শোক হাহাকার
কর রে মোচন।
যাগ যজ্ঞ হইল নিষ্ফল,
অশুভের বল বাড়ে শত গুণ,
বল বল অন্তিম উপায়,
নৈলে যায় যায়
ভাসিয়া অশুভ-স্রোতে সব ;
নারীদের রোদনের রব,
উৎপাত ভৈরব কর নিবারণ,
যাদবের বিপদভঞ্জন শুধু তুই।

কৃষ্ণ।—সম্পদ বা আনন্দ নিয়ত
মনশ্চক্ষে আলোকিত হেরি,
বিপদ বা বিষাদ সর্ব্বদা
গাঢ়তম তমোজালে ঢাকা,
এই সে কারণ
অনায়াসে নাহি হয় বিপদ বিনাশ ;
এক দুই করি'
বিবিধ উপায় চাই বিপদ-নিধনে,
অন্ধকারে পদ ফেলি' ধীরে
বিপদের দুর্গম মন্দিরে
পশিতে হইবে সাবধানে,
স্বস্ত্যয়ন যজ্ঞ রূপ বাণে
নাশিতে হইবে তা'রে বহু অন্বেষণে ;
অন্ধকারে নাহি যায় দেখা

বিপদের নির্ম্মম মূরতি ;
কাজেই বিফল হয়, পিতা,
যাগ যজ্ঞ বহু পুণ্য কাজ,
কিন্তু তা বলিয়া
অচেষ্টা হতাশ ভাল নয়।

বসু।—কি করিব, কহ এবে তবে ?
তব নব পরামর্শ ল'য়ে
মহারাজ উগ্রসেন সনে
যদুগণ সহিত মিলিয়া
আবার করিব চেষ্টা বিপদ বিনাশে।

কৃষ্ণ।—তীর্থরাজ প্রভাসের জলে
স্নান কৈলে খণ্ডিবে বিপদ ;
কালি প্রাতে ল'য়ে যদুগণে
অগ্রজের সনে করিব গমন ;
মহারাজ উগ্রসেন সনে
তিষ্ঠ পুরে, পিতা মহাশয় !
যদুনারীগণ করুক হেথায় অবস্থান।

কৃষ্ণ।—এ সুযুক্তি উপযুক্ত অতি।

উগ্র।—কহ সবে, যদুবীরগণ,
ঘোষযন্ত্র-বাদক নিকরে
করিবারে নগরে ঘোষণা—
"রাজার আদেশ
কালি সবে যাইবে প্রভাসে।"

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—দেবালয়।

দেবকী।

দেবকী।—(কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবপাঠ)—

জয় নারায়ণ, ভয়-চয়-ভঞ্জন,
পীতবাস বনমালী!।
অসুর-বিনাশন, সত্য সনাতন,
অতুল প্রতুল বলশালী!॥
পুরুট মুকুটধর, শঙ্কটঘটহর,
প্রস্ফুটপঙ্কজধারী!।
পাদপদ্ম তব, যাচহি ভবধব,
তারহ দেব মুরারি!॥

(প্রণাম)

পরম দয়াল তুমি, হরি!
পুত্রে মোর দেহ পদধূলি,
কৃষ্ণ মোর থাকিলে কুশলে,
সুখে র'বে যাদবমণ্ডলী।

দূরে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—কা'র পূজা করি'ছ, জননি?

দেবকী।—বিষ্ণু-পূজা করি তোর মঙ্গলের তরে।

কৃষ্ণ।—(স্বগত)

মায়াবিমোহিতা মাতা পূজেন আমারে
আমারি মঙ্গল তরে;
স্নেহের বন্ধনে মোরে বাঁধি'

পুত্রময় দেখেন আমারে,
পুত্র বই নই কিছু মায়ের নয়নে।
সেই এক দিন
ভূমিষ্ঠ হইনু যবে গর্ভ ছাড়ি' মা'র
কংস-কারাগারে,
সেই দিন পিতা মাতা মোরে
দেখিয়াছিলেন চতুর্ভুজ
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুরূপে।
তখনি মায়ায় আমি মোহিনু দোঁহারে,
ঢালিনু অন্তরে
পার্থিব তনয়স্নেহ-ধারা।
অদ্যাবধি সেই ভাবে যায়,
পুত্র বই নই আমি মায়ের নয়নে।
কিন্তু আর দেরি বড় নাই,
সেই মূর্ত্তি দেখাইব পুন
অন্তর-লোচনে দোঁহাকার,
মোরে পুত্ররূপে লভিবার
তপস্যা হইল শেষ এবে,
বুঝাইব যোগজ্যোতি দানে।
মহর্ষি কশ্যপ এবে—বসুদেব,
অদিতি—দেবকী এবে এ মানবপুরে;
উভয়ে লইয়া পুনরায়
দেব-লোকে করিব গমন।
পূজ মাতা শেষ পূজা।

দেবকী।—কি মানসে আইলে হেথায়, বাছাধন?

কৃষ্ণ।—প্রভাসে যাইব সবে কালি,
তেঁই সে আইনু, মাতা,

তব পদে লইতে বিদায়।

দেবকী।—কি হেতু প্রভাসে যা'বে?

কৃষ্ণ।—জীব-জ্বালা নিবারণ তরে,
গ্রহশান্তি করিব সেথায়।
পূজহ বিষ্ণুরে তুমি,
মনোবাঞ্ছা পূরে যেন, মাতা!

দেবকী।—মঙ্গল-বিদায় দিব চল্,
ভরসার স্থল একমাত্র তুই;
যাহে ভাল হয় সবাকার,
প্রতিকার তা'র কর, বাছাধন!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রুক্মিণীর কক্ষ।

রুক্মিণী।

রুক্মিণী।— (গীত)

হৃদয়ের সুখ হৃদয়ে লুকা'ল,
নাথ যা'বে ছাড়িয়ে;
শরতের চাঁদ সাগরে ডুবিল,
আঁধার আইল বাড়িয়ে।

জড়িত লতিকা পড়িল লুটি',
হরিষ মিশিল বিষাদে ছুটি',
কুসুম ঝরিল বাঁধে না ফুটি',
টুটি' গেল তনু পড়িয়ে।

মিশিল হাসি অশ্রু-ছায়,
লুকা'ল প্রাণ হতাশ-বায়,
বিরহ-হুতাশ ভীষণ তায়,
মরিবে অভাগী পু'ড়িয়ে।

(রোদন)

দূরে সত্যভামার প্রবেশ।

সত্য।— (গীত)

যা রে বিপদ, ঘুচিবে বিপদ,
বিদায়-বিপদ হ'বে না।
পতির বিরহ, বড়ই অসহ,
অভাগী সে জ্বালা স'বে না॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—এ কি এ কি,
চারি পদ্মে বিষাদ-শিশির!
এস এস দোঁহে মোর সাথে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—নদ, নদী, ক্ষুদ্র নদী যতেক যেথায়,
সকলেই শেষে আসি' সাগরে মিশায়।
আজি এই প্রভাসের তীরে
যাদবগণের প্রাণ মিশিবে বাতাসে।
যদুবংশ-ধ্বংশ-লীলা—শেষ লীলা
প্রভাস সমুদ্রতটে মোর ;
বহুকাল সুরক্ষিত যাদব-জীবন
নিরখিবে আজি শেষ দিন ;
আজি এ প্রভাস তীর্থরাজ
যাদবকুলের ঘোর ভীষণ শ্মশান!

[প্রস্থান।

কালপুরুষ ও তদীয় অনুচরগণের
প্রবেশ।

সকলে।—

(তূণকচ্ছন্দে গীত)

সিন্ধু-নীল-নীর আজ রক্তরাশি মাখিবে।
যাদবের মুণ্ড ছিণ্ডি' রক্তধার ধাইবে॥
তীর্থরাজ-মৃত্তিকায়, লুণ্ঠিবে অসংখ্য কায়,
পর্ব্বত প্রমাণ দেহরাশি আজি সাজিবে।

গাও গাও, ধাও ধাও, তপ্ত রক্ত খাও খাও,
ভীম ঘোর কালমূর্ত্তি আজি বিশ্ব হেরিবে॥

কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—না কর বিলম্ব আর, কাল!
ত্বরা পাল' আদেশ আমার;
হের ওই, কাতারে কাতার
আসিয়াছে যদুগণ প্রভাসের তীরে।
হের ওই,
বহুদূর ব্যাপি' সাজে যদুস্কন্ধাবার;
নব নব পাত্রপূর্ণ মৈরেয় মদিরা,
জ্বলন্ত গরল যেন ভুজঙ্গ-দশনে।
অলক্ষ্যে পশহ তুমি মৈরেয় সুরায়,
মাতাও যাদবগণে বিকৃত স্বভাবে;
ভুলাও আপন পর,
ছিঁড়ে ফেল স্নেহের বন্ধন,
বিবাদের তরঙ্গ তুলিয়া
শেষ লীলা—ধ্বংস-লীলা দেখাও আমার।

কাল।—গাও গাও, অনুচরগণ!

অনুচরগণ।— (গীত)

গাও গাও, ধাও ধাও, তপ্ত রক্ত খাও খাও,
ভীম ঘোর কালমূর্ত্তি আজি বিশ্ব হেরিবে।

কৃষ্ণ।—এস কাল,
উভয়ে করি হে আলিঙ্গন,
এই আলিঙ্গন
কৃষ্ণ-অবতার-শেষ-লীলা।

(উভয়ের আলিঙ্গন)

কাল।—পূর্ণ হৌক বাসনা তোমার,
পূর্ণ হৌক আমারো বাসনা।

অনুচরগণ।— (গীত)
সিন্ধু-নীল-নীর আজ রক্তরাশি মাখিবে।
যাদবের মুণ্ড ছিণ্ডি, রক্তধার ধাইবে॥

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বলরামের প্রবেশ।

বল।—স্নান, দান, প্রভাস-পূজন,
প্রভাসজ শরতৃণ বাঁধি'
অস্ত্রপূজা হইয়াছে প্রত্যেক যদুর,
ভোজনাদি হৈল সবাকার;
নৃত্যগীতবাদ্য আদি আমোদে মাতিল
সুরামত্ত যাদবমণ্ডলী।
তুই কেন একাকী হেথায়?
বাড়িয়াছে বেলা,
চল্ এই বেলা সিন্ধুজলস্নানে;
ভোজন করিবি চল্, ভাই,
কাজ নাই বিলম্ব করিয়া।

কৃষ্ণ।—(স্বগত) নহে আজি সিন্ধু-জলে স্নান,
যাদবের শোণিত-সাগরে
ডুবিব এখনি আমি।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল।—হের ওই,
যাদবমণ্ডলী আসে তব পাশে,
মদমত্ত গজগণ যেন
আসি'ছে অরণ্য দলি' টলমল দেহে।

মদোন্মত্ত বেশে সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রদ্যুম্ন, সারণ,
শাম্ব ও অন্যান্য যদুগণের প্রবেশ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল।—এ সবে লইয়া কৃষ্ণ রহ তুমি হেথা,
দেখি গিয়া আমি
কিসের তুমুল শব্দ উঠিল সহসা।

[বলরামের প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—এস এস, বীরগণ!
প্রভাস-উৎসবে মাতিয়াছ সবে,
এক অঙ্গ এখনো যে বাকী।—
নিজ নিজ বীরত্ব-কাহিনী
বর্ণিতে হইবে আজি হেথা,
সেই অঙ্গ করহ পূরণ।
কহ, হে সাতকি!
কি রূপে দলিলে বলে কুরু-সৈন্যগণে?

সাত্যকি।—পাণ্ডবের পক্ষে থাকি'
যেরূপে দলিনু আমি কুরু-সৈন্যগণ,
জান তুমি সে ঘটনা।
বজ্র যথা পড়ে তেজে,
সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র মোর
পড়িল কৌরব-শিরে;
মরিল অসংখ্য বীর আমার প্রতাপে।
কহ, কৃষ্ণ!
মোর সম বীর কেবা ভুবন মাঝারে?

কৃতবর্ম্মা।—দেখাইলে ভাল বীরপণা
ও সাত্যকি শিনিপুত্র!
বীর বলি' বীর—মহাবীর তুমি!

নহিলে নিরস্ত্র, ক্ষত আহত কাতর
ভূরিশ্রবা ভূপতিরে কি হেতু বধিবে
কলঙ্কিত খড়্গে তব ?
সূক্ষ্মরূপে জানি আমি
বীর তুমি অসহায় দুর্ব্বলের পক্ষে !

কৃষ্ণ।—সত্য কি, সাত্যকি ?

সাত্যকি।—ঘোর মিথ্যা কথা।

কৃষ্ণ।—না সাত্যকি, মিথ্যা কথা নহে,
হয় কি স্মরণ—
ভূরিশ্রবা বীর যবে তব কেশে ধরি'
তুলিল দারুণ খড়্গ কাটিতে তোমারে
ভয়ঙ্কর রণাঙ্গনে ?
হয় কি স্মরণ—
সেকালে অর্জ্জুনে আমি কহিলাম ডাকি'
সাত্যকিরে বাঁচাও অর্জ্জুন ?
হয় কি স্মরণ—
অবিলম্বে ধনঞ্জয় খরতর শরে
ভূরিশ্রবা ভূপালের খড়্গধরা কর
কাটিয়া, অপর কর করিল ছেদন ?
তার পর হয় কি স্মরণ—
ছিন্নহস্ত ভূরিশ্রবা অসহায় বীরে
বধিলে নিজের খড়্গে তুমি ?

সাত্যকি।—না চাই শুনিতে তব কথা,
অবীরের বৃথা বাক্য বীর নাহি শুনে।
নিজ দোষ ঢাক' আগে,
পরদোষ উদ্‌ঘোষিও পরে।
ছল করি', কপট লম্পট,

অর্জ্জুনে ভুলা'য়ে ল'য়ে
যদি না বঞ্চিতে নিশি অন্ধ ঠাঁই তুমি,
তবে কি মরিত কভু
দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু নিদ্রিত দশায়
ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডির সনে
অশ্বত্থামা পাতকীর করে ?
নিজে মহাপাপী হ'য়ে
পর-পাপ গাহ কোন্ মুখে ?
ধিক্ থাক্ তোমা,
তুমি কাপুরুষ স্বার্থপর নীচ !

কৃতবর্ম্মা।—ধিক্ তোরে, পাতকি সাত্যকি !
কোন্ পাপ-মুখে তুই
গালি দিলি যদুকুলনাথে ?
রে অধর্ম্মী কাপুরুষ,
বিশ্ব যাঁ'রে পূজা করে,
জীবগণ যশ গায় যাঁ'র,
তোর জিহ্বা তাঁ'র নিন্দা করে !
এখনি ও পাপ-জিহ্বা সনে
পাঠাইব তোরে যমালয়ে,
যা' নরকে, রে নারকী !
(অসি নিষ্কোষকরণ)

সাত্যকি।—কি বলিলি, কৃতবর্ম্মা !
আমি পাতকী নারকী ?
তুই বুঝি স্বর্গের দেবতা ?
জানিস্, দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু নাশে
দোষী তুই অশ্বত্থামা সনে।
ওরে কাপুরুষ ! বল্ দেখি তবে

কে নারকী? কেবা মহাপাপী?

কৃতবর্ম্মা।—নাকে কানে দিয়া খৎ
দূর হ' রে গোবিন্দ-নিন্দুক!

সাত্যকি।—আর না চাই শুনিতে তোর কথা,
এই দেখ্ কাটি মাথা,
দেখুক সকলে।

(খড়্গাঘাতে কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদন)

(সকলের হাহাকার শব্দ)

প্রদ্যুম্ন।—(কৃতবর্ম্মার ছিন্ন মুণ্ড লইয়া)—
হের হের, যদুবীরগণ!
কি কুকাজ করিল সাত্যকি;
কেহ কি হে নাহি হেথা
কৃতবর্ম্মা বীরের স্বজন
করিতে নিধন পাপী সাত্যকিরে?

সারণ।—বধ বধ সাত্যকিরে
যদুকুল-কলঙ্কী দুর্জ্জনে।

কৃষ্ণ।—পুত্রগণ রুষিল সহসা,
উচিত না হয় মোর হেথা অবস্থান।

[প্রস্থান।

সারণ।—আয় রে সাত্যকি দুরাচার!
করিব সংহার আজি তোরে।

সাত্যকি।—কৃষ্ণপুত্র বলি' তোরে না করিব ক্ষমা।
আয় তবে।

(উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও সাত্যকির খড়্গাঘাতে
সারণের মৃত্যু)

প্রদ্যুম্ন।—আরে আরে দুরাত্মা পাতকী,

ভ্রাতারে আমার করিলি সংহার,
নাহি রে নিস্তার আর তোর।

শাম্ব।—কাট, দাদা, পাপাত্মার মাথা,
ঘুচুক হৃদয়-ব্যথা মোর।

[সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শাম্ব।—চল চল বীরগণ
সাত্যকি-নিধন হেরি গিয়া।

(নেপথ্যে কোলাহল)

[মার মার কাট কাট শব্দে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থের অপর ভাগ।

বেগে বলরামের প্রবেশ।

বল।—মহাবল দাবানল যথা
ভস্ম করে শত শত বন,
আজি রে তেমন যাদবের কুলে।
না মানে বারণ,
না করে শ্রবণ,
সুরাপানে মত্ত যদুগণ,
ভৈরব হুঙ্কারে
কাটাকাটি করে নিজে নিজে,
আত্মপর নাহি মানে,
মৈরেয়-বিভ্রান্ত প্রাণে
বাণে বাণে ছাইল গগন,

এ কি রে ভীষণ মহারণ !
শত শত—লক্ষ লক্ষ শির
ধড় ছাড়ি' লুটায় ভূতলে,
তারাগণ খসে যেন আকাশ হইতে।
এ কি হায়, হৈল আচম্বিতে,
নারি নিবারিতে,
কি করি উপায় এবে আর।

(নেপথ্যে কোলাহল)

অহো কি হুঙ্কার ! কাতর চীৎকার !
'মার মার—কর্ রে সংহার'
শব্দ অনিবার শুনি শুধু কানে !
বুঝি এত দিনে গেল যদুকুল !
ওকি ওকি,
মোর পুত্র, ভ্রাতৃপুত্রগণ
করে ঘোর রণ আপনা আপনি !
যাই যাই, থামাই থামাই,
ক্ষান্ত হও পুত্রগণ !
ছাড় রণ।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ রে !
কি করিলি—কি করিলি, ভাই !
আয় আয়, নিবারিতে যাই,
নাহি পারি আর
এ ব্যাপার—এ সংহার করিতে দর্শন।

কৃষ্ণ।—অনিবার্য্য নিয়তির গতি,

কিবা সাধ্য কা'র করে নিবারণ ?
কালপূর্ণ হইল সবার,
রক্ষা নাহি আর কোন মতে,
কাজ নাই,
চল, দাদা, যাই অন্য ঠাঁই।
বল।—হায় হায়, মৃত্যু মোর নাই;
কোথায় বা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—যদুগণের শিবির।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

প্রদ্যুম্ন।—আরে আরে দুরাচার,
নাহিকো নিস্তার আর তোর ;
কৃষ্ণসুত প্রদ্যুম্নের তেজ
বিশ্বনাশ করিবারে পারে ;
তুই তো সামান্য কীট !
সাত্যকি।—সুরাপানে মহাতেজা আমি,
রক্তপান করিব এখনি তোর।
প্রদ্যুম্ন।—রক্তপান করিবি আমার !
উৎকট বাসনা !
কর্, মূঢ়, রক্তপান !
(খড়্গাঘাতে সাত্যকির শিরশ্ছেদন)

বেগে শাম্ব ও অন্যান্য যদুগণের
প্রবেশ।

শাম্ব।—(উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে)
আরে আরে পাপিষ্ঠ সাত্যকি!
অগ্রজ প্রদ্যুম্ন বীরে করিলি বিনাশ!
তোর সর্ব্বনাশ
এখনি করিব আমি।

(খড়্গোদ্যত ন)

প্রদ্যুম্ন।—আরে শাম্ব, ক্ষান্ত হ'রে,
আমি যে প্রদ্যুম্ন দাদা তোর;
নহি রে সাত্যকি,
হের এই সাত্যকিরে করিনু নিধন।

শাম্ব।—আরে আবে দুষ্ট স্বরপায়ী!
আমি কি উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত এত?
বুঝিনি কি ছলা তোর?
ভ্রাতৃঘাতী, কোথায় পালা'বি?

(অন্যান্য যদুগণের প্রতি)

ঘেরো সবে পিশাচেরে,
পালাইতে নাহি দিও পথ,
মার অস্ত্র চোটে চোটে,
কোটি-কাটে মরুক্ পাতকী।

(প্রদ্যুম্নের সহিত শাম্ব প্রভৃতি যদুগণের যুদ্ধ)

প্রদ্যুম্ন।—(অত্যন্ত আহত হইয়া)
মরি আমি, ক্ষতি নাহি তায়,
কিন্তু, যদুগণ,
শাম্বেরে বাঁচায়ো বিধিমতে;

আজি মহাকাল দিন,
বিধাতার সংহারিণী লীলা,
নহিলে উদ্ভ্রান্ত মত্ত অজ্ঞান হইয়া
এ অনর্থ আত্মনাশ কেন বা ঘটিবে!
শাম্ব রে, মরিনু আমি,—শা—ম্ব!

(মৃত্যু)

শাম্ব।—হায় হায়, এ কি রে হইল!
সাত্যকি ভাবিয়া
অগ্রজে বধিনু আমি, ওহো!
আমি কি বধিনু?—না।
কে বধিল দাদারে আমার?—যদুগণ।
আরে আরে শক্রচয়,
আমারি সম্মুখে
কি সাহসে—কৈলি হেন কাজ?
আয় আয়,
দুষ্কর্ম্মের দিব প্রতিফল।

(শাম্বের সহিত অন্যান্য যদুগণের যুদ্ধ ও পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত)

নেপথ্যে।—ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

বেগে বলরামের প্রবেশ।

বল।—হায় হায়, একি রে ঘটিল,
হরিষে বিষাদ আচম্বিতে,
শুভ-আশে আসিয়া প্রভাসে
অশুভ ঘটিল!
চারি ধারে হত যদুগণ,
হাহাকার, কাতর চীৎকার,

প্রতি পলে মরে শত শত,
ছুটি'ছে শোণিত-স্রোত
ভাসাইয়া মৃত দেহরাশি !
ও কি,
সিন্ধুনীর রক্তিম-বরণ
দ্বিপ্রহরে সূর্য্যাস্ত হ'ল কি ?
না না,
যদুবীরদের রক্তস্রোত মিশি'
নীল জল করিল লোহিত !
হা বিধাতা !
এ কি তব প্রাণান্তক জীবনাশী লীলা !
হায় হায়,
এ ভীষণ দৃশ্য আর না পারি হেরিতে,
পবিত্র প্রভাস আজ প্রলয়-শ্মশান !
আত্মীয়-স্বজন-শূন্য হ'য়ে
কি কাজ এ ছার প্রাণে মোর ?
আর না ফিরিব দ্বারকায়,
ত্যজি কায় অচিরায়
প্রভাসের তীরে
জীবন-বিয়োগ মহাযোগাবলম্বনে।
কৃষ্ণ রে,
যা' বলিলি, তা' করিলি, ভাই !
কিন্তু মোর শেষ আশা এই—
যোগে দেহত্যাগ-কালে
একবার দেখা দিস্ মোরে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—যাদব-শিবিরের অপরাংশ।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—ব্রহ্মশাপ পূর্ণ এতক্ষণে,
অমরের বাসনা পূরিল,
লাঘব হইল পৃথ্বিভার,
এ যুগের লীলা শেষ মোর,
যদুবংশ-ধ্বংস পূর্ণরূপে।

দারুকের প্রবেশ।

দারুক! করহ এক কাজ—
বজ্র মোর প্রিয় পৌত্র,
রাখিয়াছি তাহারে গোপনে;
যদুকুলে শেষ মাত্র সেই,
তা'রে ল'য়ে যাও হস্তিনায়।
ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরে
বলিয়া করিও রাজা
মথুরায় বালক বজ্রেরে।
আর এক কথা—
প্রিয়তম সখা মোর বীরেন্দ্র অর্জ্জুন,
যদুবংশ-ধ্বংস বার্ত্তা কহিয়া তাঁহারে
অবিলম্বে আন' হেথা।
না ধরিব দেহ আমি আর,
ব্রহ্মবাণী পালিব অচিরে।

বলিও অর্জ্জুন মহাবীরে
আমাদের মৃতদেহ করিতে সৎকার।

দারুক।—দয়াময়!
যা' হ'বার হইল আজি গো ;
পূত-তনু না ত্যজিও তুমি,
কিঙ্করের এই নিবেদন।

কৃষ্ণ।—সারথি,
ব্রহ্মবাক্য, অমরেচ্ছা নারিব হেলিতে,
জগতে হইবে মোর কলঙ্ক রটনা।
আমা হেন জনে যদি, সূত!
ব্রহ্মবাণী, দেব-ইচ্ছা না করে পালন,
তা' হ'লে কি সাধারণ জনে
সত্যপথে চলিবে কখনো?
ধর্ম্মলোপ হইবে ধরায়,
দেবপূজা না রহিবে আর,
গো-ব্রাহ্মণ-হিত-হেতু কেহ
অগ্রসর নাহি হ'বে।
এই সে কারণে
যদুবংশ-ধ্বংস হৈল আজ,
অবিলম্বে আমিও ত্যজিব নরদেহ।
অচিরায় রথে চড়ি' যাও হস্তিনায়,
আমিও বারেক দ্বারকায়
যা'ব এবে জনক-জননী-দরশনে।
অন্তিম প্রণাম করি দোঁহে
প্রভাসে আসিব পুনরায়।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র।

যোগাসনে মুদ্রিতনেত্রে বলরাম উপবিষ্ট ও তদীয় মস্তকোপরি ফণা বিস্তার করিয়া পশ্চাদ্ভাগে সর্পরাজ অনন্ত অবস্থিত।

সমুদ্রগর্ভ হইতে অনন্তপত্নীগণের উত্থান।

অনন্তপত্নীগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে গীত)*

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—যোগ ছাড়ি' উঠ দাদা,
বারেক মিলহ অক্ষিযোড়,
আইলাম পাদপদ্ম দরশন তরে।

বল।—(প্রবুদ্ধ হইয়া)
এস ভাই,
একবার আঁখি ভরি' হেরিব তোমারে।
(কৃতাঞ্জলিপুটে)
হে ব্রহ্মাণ্ডপতি!
ছিন্ন করিয়াছ মায়া-পাশ,
দিব্য চক্ষুযোগে এবে আমি
দেখিব তোমারে একবার।—
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, অনন্ত, অনাদি,
সৃষ্টিস্থিতিসংহারক তুমি ;
লীলাময়! অপূর্ব্ব তোমার লীলা।
অগ্রজ করিয়া মোরে

---

* পরিশিষ্টে ৩ নং গান দ্রষ্টব্য।

ছাড়িয়াছে এ ধরণীধাম,
পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজন
দেহ বিসর্জ্জন
করিয়াছে কালের কবলে!
কেন হেন অশুভ স্বপন?

বসু।—নিদারুণ উৎপাতের রোষে
উৎপীড়িত দ্বারকানগরী,
অনুক্ষণ ভাব' তুমি মনে—
এই সব অলক্ষণ, দেবি!
এই সে কারণে
হেরিলে নিদ্রায় তুমি অশুভ স্বপন।
চল যাই,
দোঁহে মিলি' বিষ্ণুর মন্দিরে
করি গিয়া স্বস্ত্যয়ন তুলসীর দলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রুক্মিণীর গৃহ।

রুক্মিণী।

রুক্মিণী।—বহিশ্চক্ষে এ দ্বারকাপুরে
দিনে দিনে—পলে পলে,
দুর্ঘটনা হেরি অবিরাম;
মনশ্চক্ষে এ কি পুন দেখি—
প্রভাসেও দারুণ ঘটনা!

প্রভাস ছাড়িয়া
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেন ঘটিল প্রলয় !
এ কি মোর চিন্তার বিভ্রম ?
কা'র কাছে যাই, কা'রেই বা পাই,
কা'রে বা সুধাই হেতু এর ?
অস্থির হইনু অতি,
জীবনের বায়ুময়ী গতি
থামি'ছে সহসা যেন স্তম্ভিত হইয়া ;
যেন হারাইয়া গেল মোর প্রাণঢাকা ধন,
কেন আজ সহসা এমন অলক্ষণ ?

কৃষ্ণের প্রবেশ।

এ কি, নাথ !
আচম্বিতে আইলে হেথায় ;
মহামহোৎসবে গিয়াছিলে সবে,
একাকী নীরবে
কি ভেবে আসিলে, ভাবাধার ?
যাই হৌক, আছ তো হে ভাল ?
নিজের মঙ্গল কহ মোরে,
আর সবে আছে তো কুশলে ?
গ্রহ-শান্তি হ'ল তো প্রভাসে ?
মনোবাঞ্ছা হ'ল তো সফল ?

কৃষ্ণ।—প্রায় মোর মনোবাঞ্ছা হ'য়েছে সফল,
অল্প অবশিষ্ট এবে, সতি !

রুক্মিণী।—কি সে অবশিষ্ট, নাথ ?

কৃষ্ণ।—উভয়ের বৈকুণ্ঠগমন।

রুক্মিণী।—কে উভয় ?

কৃষ্ণ।—তুমি—আমি।

রুক্মিণী।—এ কি কহ, প্রাণেশ্বর?
নারী আমি নারিনু বুঝিতে।
কৃষ্ণ।—সর্ব্বজ্ঞানাধারা তুমি,
অজ্ঞান হইলে কেন আজ?
মায়াময়ি, মায়া-খেলা কর পরিহার,
ছাড়ি' ধরা চল ত্বরা গোলোকভুবনে;
তোমার বিহনে আলোকে আঁধার তথা, দেবি
দেবগণ করে অনুরোধ,
নাহি দিও রোধ, সুবোধিনি!
বৈকুণ্ঠের আঁধার রজনী
ঘুচাইতে হইবে অচিরে ছাড়ি' পৃথিবীরে।
কৃষ্ণ-লীলা সাঙ্গ এবে মোর।
রুক্মিণী।—সে কি, নাথ!
কেন হেন বিপরীত ভাব?
কিসের অভাব ধরাধামে?
পুত্র পৌত্রগণে ল'য়ে
আছি আমি বড় সুখে হেথা,
কি কাজ বৈকুণ্ঠে মোর, বৈকুণ্ঠবিহারী?
পৃথিবীবিহারী হ'য়ে থাক',
ধরারে বৈকুণ্ঠ কর, নাথ!
মানবী মায়ায় আছি ভাল,
মানব-স্নেহের ডোরে বাঁধা
অন্তর আমার নিরন্তর,
অন্তরে বৈকুণ্ঠপুরে যেতে নাহি সাধ।
কৃষ্ণ।—প্রাণেশ্বরি!
পুত্রপৌত্রস্নেহ আর বৃথা,
ঘটিয়াছে প্রভাসের কূলে

যদুকুলে দারুণ ঘটনা,—
যদুবংশধ্বংস একেবারে।
রুক্মিণী—দয়াময় নাম ধর,
অদয়ার কথা কেন কহ এ দাসীরে ?
কৃষ্ণ।—দুর্ব্বাসার কোপ করিয়াছে লোপ যদুকুল,
কি করিব আমি, প্রিয়ে ?
নাহি হৈল অমঙ্গল নাশ,
প্রাণনাশ হৈল সবাকার!
ইচ্ছা বিধাতার কে পারে বারিতে ?
বজ্র বই কেহ নাই যাদবের কুলে।
রুক্মিণী।—হায় হায়, কি শুনিনু কাণে, নাহি পুত্রগণ!
(মূর্চ্ছা।)
কৃষ্ণ।—উঠ উঠ, রাজপুত্রি!
রুক্মিণী।—বাজে প্রাণে পুত্রশোকবাণ।
এত পুত্র, এত পৌত্র মোর মরিল অকালে,
হায় হায়, এ কি হ'ল,
কেমনে সহিব হেন শোক,
বুকে বজ্র পড়িল সহসা,
কি দুর্দ্দশা করিল দুর্ব্বাসা!
বড়ই নিষ্ঠুর সেই ঋষি,
রিস তা'র আমারি উপরে চিরকাল;
একবার বৃথা শাপ দিয়া
বহুকাল তরে
সিন্ধুগর্ভে ভুঞ্জাইল মোরে মহাদুখ
তোমাধনে হারা করি', হরি!
তবু না মিটিল তা'র নিদারুণ সাধ,
অবাধে সাধিল পুন বাদ

পুত্রপৌত্রহীনা করি' মোরে !
হায় হায়, একবার ডুবাইল লবণ-সিন্ধুতে,
তা'র চেয়ে এই বার
শোকের সমুদ্রে ডুবাইল !
অদৃষ্টে এতও ছিল মোর,
দুঃখ-নিশি নাহি হ'বে ভোর কোন কালে !
নির্জ্জীব পাষাণ হ'য়ে কেন না জন্মিনু,
দুঃখ, শোক, প্রাণের যন্ত্রণা,
হৃদয়-বেদনা না রহিত !
কিবা সুখ জীবের জীবনে ?
আজীবন যন্ত্রণার জ্বালা !
কোথা মোর মৃত পুত্রগণ,
দেখাও আমারে, প্রাণেশ্বর !
সে সবারে কোলে করি'
প্রভাস-সমুদ্র-জলে ত্যজিব জীবন।

কৃষ্ণ।—মানবী মায়ায় কেন আপনায়
আকুল করি'ছ, মহামায়া ?
ব্রহ্মশাপচ্ছলে
পুত্রপৌত্রগণ এবে ইহলোক ছাড়ি'
উপনীত বৈকুণ্ঠভুবনে।
কেন কাঁদ' তা' সবার তরে ?
সাত দিন পরে
প্রভাসের তীরে করিও গমন ;
গোলোকযাত্রার সেই দিন।
ইহলোকে তোমায় আমায়
এই দেখা—শেষ দেখা।

[প্রস্থান

রুক্মিণী।—দাঁড়াও দাঁড়াও, নাথ!
আছে এক নিবেদন রাঙা পায়।
নেপথ্যে কৃষ্ণ।—আর নয়,
বৈকুণ্ঠে হইবে দোঁহে দেখা।
রুক্মিণী।—হায় হায়, এ কি বিড়ম্বনা।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—দেবালয়।

বসুদেব ও দেবকীর প্রবেশ।

বসু।—পূজি নারায়ণে দোঁহে মিলি'।
(উভয়ের নারায়ণ পূজার উদ্যোগ, এমন সময়ে সহসা বজ্র-পাতশব্দে দেবমূর্ত্তির দ্বিধা হইয়া ভূতলে পতন)
দেবকী।—হায় হায়, এ কি দুর্ঘটনা,
আচম্বিতে ভাঙিল মূরতি!
কি দুর্গতি ঘটিবে না জানি
এ পোড়া অদৃষ্টে মোর আজ!
কেন হেন দৈব বিড়ম্বনা?
কেন অমঙ্গল শান্তিকালে
ঘটিল দ্বিগুণ অমঙ্গল?
বসু।—স্তম্ভিত হইনু আমি,
কি বলিয়া বুঝাই তোমারে,
বোধ হয়, তোমার অশুভ স্বপ্ন সফল বা হয়!
দেবমূর্ত্তি ভাঙিল সহসা,

নাহিক ভরসা আশা মোর,
কি ঘোর ঘটনা ঘটে ভালে!

দেবকী।—হায় হায়, কি বা করি,
না দেখি উপায় আর!
কোথা কৃষ্ণ, দে রে দেখা,
আকুল হইল তোর কাতরা জননী,
হারাই হারাই যেন কি রে।
আয় ফিরে, যাদুমণি,
প্রভাস-প্রবাসে কাজ নাই,
মনে বাড়ে ভয়,
চল, স্বামী, উভয়ে প্রভাসে যাই ত্বরা।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

আয়, বাপ্, আয় আয়,
বড়ই আকুল তোর তরে,
আয় কোলে বাছারে আমার।
আছিস্ তো ভাল, বাছা,
যদুগণ ভাল তো সকলে?

কৃষ্ণ।—মা! দুর্ব্বাসা ঋষির শাপে
যদুবংশ-ধ্বংস হৈল প্রভাসের তীরে!

দেবকী।—কি কহিলি, কৃষ্ণ রে!
তাই কি ভাঙিল দেবমূর্ত্তি!
সত্য কি হইল মোর অশুভ স্বপন!
হায় হায়, যদুকুল-ধ্বংস কথা কোটি বজ্র সম
পড়িল প্রাণের শিরে!
দুশ্চিন্তার হ'ল পরিণাম,
যায় প্রাণ!

হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল!

(মূর্চ্ছা।)

কৃষ্ণ।—উঠ উঠ, মা জননি!

কেন লুঠ' কঠিন মাটীতে?

যা' হ'বার হয় তা'ই,

কা'র সাধ্য পারে নিবারিতে?

ধর পিতা, মাতারে আমার,

যাই আমি বারি আনিবারে

মূর্চ্ছা ভাঙিবারে।

বসু।—কৃষ্ণ রে!

কি কাজ বারিতে আর,

মূর্চ্ছা ভাঙিবার নাহি প্রয়োজন,

মৃত্যুই মঙ্গল দেবকীর!

আমিও এ ছার প্রাণ না রাখিব আর;

বৃদ্ধ বয়সের শোক বড়ই কঠিন,

বড়ই অসহ্য, বাছাধন!

কৃষ্ণ।—নিয়তির গতি, পিতা, না হয় লঙ্ঘন,

সকলই জান তুমি,

কি বা লাভ করিলে বিলাপ?

যোগ তপস্যায় দেহ মন,

হইবে মঙ্গল।

চল যাই মূর্চ্ছিতা মাতারে ল'য়ে গৃহে।

[মূর্চ্ছিতা দেবকীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ।—সৃজন পালন লয়
এই তিন কার্য্যে আমি বাঁধা;
এই তিন কার্য্য হেতু তিন মূর্ত্তি ধরি,
এই তিন ছাড়া নাহি জানি,
এই তিন কার্য্য ছাড়া নাহি অন্য কাজ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মোর।
করিনু সৃজন যদুগণে,
করিনু পালন কিছু কাল,
করিনু বিনাশ পুনর্ব্বার।
এ যুগের লীলা শেষ হৈল এত দিনে,
কার্য্যের শৃঙ্খলে প্রয়োজন হ'লে
পুন ধরাতলে হ'ব অবতার।
বৎসে বসুমতি!
করিনু লাঘব ভব ভার,
করি' দৈত্যাসুর মানবসংহার;
কিছুকাল রহ শান্তিসুখে।
দেবগণ!
তোমা সবাকার ইচ্ছা করিনু পূরণ,

যা'ব এবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে,
তোমাদের সনে করিব সেখানে দেখা।
বসি এই অশ্বত্থের মূলে,
এ যুগের বিশ্রাম হেথায়।
কংসাসুরে বধি'
লভিনু বিশ্রাম মথুরায় যমুনার তটে,
যদুবংশধ্বংস করি'
যুগের বিশ্রাম প্রভাসের তটে অশ্বত্থের মূলে।

(উত্তরীয় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া ও
অশ্বত্থবৃক্ষে ঠেস্ দিয়া উপবেশন)

দূরে জরা ব্যাধের প্রবেশ।

জরা।—দিনটে আজ মিথ্যে গেলো,
সারাদিন বনে বনে
ঘুরেও কিছু হোলো না;
ভাগ্যে না থাক্‌লে কিছুই মেলে না;
তা' যা' হোক্,
এখন্ অম্নি অম্নি কি ফির্‌বো?
উঁহুঁ—তা' হ'বে না।
মাগী যে ঠ্যাটা,
মার্‌বে ঝাঁ্যাটা,
তা' আমার প্রাণে স'বে না।
তবে কি করি?
কেন?—এইখানে ঘুরি,
হয় তো, আরো দু' দশ খান নোওা পা'বো,
তীরের ফলা বানা'বো;
যা' পাই, তাই লাভ,
তবু খালি হাতে ফির্‌বো না।

আমার মেছো সাঙাত্
এই খানেই ত মাছ ধোরে
তা'র পেট চিরে
আমার এই তীরের ফলার
নোঙা খানা পেয়েছিলো,
তবে আমিও কেন পা'বো না ?
এই পেভাস্ ঘাটে
মাছের পেটে যেকালে নোঙা মেলে,
সেকালে ঘাটেও আছে,
দেখি বালি ঠেলে।

(গমনোদ্যোগ)

এ কি,
ওই না একটা হরিণ শুয়ে
অশথগাছের গোড়ায় নুওে ?
তাই তো বটে,
ওই যে রাঙা রাঙা দু'টো কাণ ;
তবে কাণেই মারি এই নোঙার বাণ।

(শরত্যাগ)

(কৃষ্ণের রক্তবর্ণ পদতলে শরবিদ্ধ হওন)

কৃষ্ণ।—(আচ্ছাদনবস্ত্র উন্মোচন করিয়া)
ব্যাধ !

জরা।—কি সর্ব্বনাশ !

কৃষ্ণ।—নাহি ভয়,
দৈবের ঘটনা কে পারে বারিতে ?
ধৈর্য্য ধর চিতে, রে শিকারী !

জরা।—না জেনে, না চিনে,
বিঁধ্নু তীরে রাঙা পা দু'খানি ;

মহাপাপী আমি,
এ পাপের নাই কো ওর,
নরক ঘোর ভাগ্যে আমার লেখা !

কৃষ্ণ।—পাপী নহ তুমি, ব্যাধ !
কি সাধ্য যমের
নরকে ডুবা'তে পারে তোরে ?

জরা।—কে তুমি, প্রভু ?

কৃষ্ণ।—তব পিতৃঘাতী আমি,
ত্রেতাযুগে রাম নামে হৈনু অবতার।

জরা।—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

কৃষ্ণ।—রে আত্মবিস্মৃত !
ত্রেতাযুগে রাবণ-নিধন তরে
সাধের গোলোক ছাড়ি'
হ'য়েছিনু রাম অবতার।
কমলা আমার—সীতা অবতার সেই যুগে।
রাবণ হরিল সীতা দণ্ডকের বনে ;
অনুজ লক্ষ্মণ সনে বনে বনে করিনু সন্ধান,
তবু নাহি পেনু কোথা সীতা।
অবশেষে ঋষ্যমূকে উপনীত হৈনু দুই ভাই,
সেই ঠাঁই তোমার পিতৃব্য সুগ্রীবের সনে
মিত্রতা বন্ধনে হৈনু বাঁধা ;
মিত্রের সাধিতে হিত
চোরা বাণে বিনাশিনু
তব পিতা বালী কপিরাজে।
বালীর তনয় তুমি,
নাম তব ত্রেতায় অঙ্গদ যুবরাজ।
চোরা বাণে পিতৃবধ হেরি'

বিষাদে রুষিলে মোর প্রতি,
কহিলে কাঁদিয়া—
'পিতারে আমার গোপনে সংহার
করিলে যেমতি তুমি, রাম!
তেমতি তোমারে পরযুগে
করিব গোপনে আমি বধ,
পিতৃবধ রোষ তবে যা'বে।'
হেন তব পিতৃভক্তি হেরি'
বিষাদে হরিষ হৈল মোর,
অঙ্গীকৃত হৈনু তব আশা পূরাইতে।
অঙ্গদ! এত দিনে পূর্ণকাম তুমি।

জরা।—হায় হায়, কি করিনু—কি করিনু,
কেন হেন আশা করেছিনু!
দয়াময়, কেবা আর পাপী মোর সম?
ধিক্ মোরে! ধিক্ মোর পাপের আশায়!

কৃষ্ণ।—কেন কর আত্মগ্লানি? নহ পাপী তুমি।
ভক্তাধীন আমি চিরদিন,
ভক্ত বই কারো নই কভু,
ভক্ত মোর প্রভু,
ভক্তের কিঙ্কর আমি, জরা!
নন্দের বহিনু তাই বাধা;
যশোদা বাঁধিল তাই মোরে,
রাধা ধরাইল রাঙা পায়,
অর্জ্জুনের হইনু সারথি,
রাজসূয়-যজ্ঞ-সভাতলে
ভক্ত-বিপ্রগণ-পদ ধুইনু আপনি,
বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিনু—

তা'র দত্ত শাক-কণে
তৃপ্ত হ'য়ে তৃপ্ত কৈনু অনন্ত জগৎ;
বিদুরের খুদ তৃপ্ত করিল আমারে,
প্রহ্লাদের বিষ-অন্ন খেনু কর পাতি'
বাঁচা'তে তাহারে।
ব্যাধ! ভক্তিভরা রোষে তুমি তুষিলে আমারে,
তেঁই তব লৌহ-শরে বিদ্ধ হৈনু আমি,
তেঁই আজ ত্যজিব জীবন।
ভক্ত যাহা চায়, তাই পায় আমার গোচর।
ভক্তিই আমার প্রাণ,
ভক্তিই আমার স্থিতি,
ভক্তিই আমার অন্তর্ধান;
শুধু ভক্তিবশে
ঈশ্বর বলিয়া আমি মোর বিশ্বমাঝে
পরিচিত যুগে যুগে;
সকলের শ্রেষ্ঠ আমি,
কিন্তু আমি ভক্তের কনিষ্ঠ,
কলের পুতুলী সম ভক্ত-করে ভক্তি-ডোরে খেলি,
কেন তবে ভাব ভয় ঐশ্বরিক খেলা হেরি' মোর?
নহ পাপী, কেন তাপী তবে?
ভক্ত-বাঞ্ছা করিনু পূরণ,
তা' সহ দ্বাপরী লীলা করিলাম শেষ।
বৈকুণ্ঠে যাইব আমি এবে
দৈব রথে করি' আরোহণ।

জরা।—এ অধম—

কৃষ্ণ।—না না, জরা!
অধম নহ রে তুমি,

প্রকৃত ভকত যেই, অধম যদ্যপি সেই,
তা' হ'লে অস্তিত্ব মোর কোথা ?
ভক্তের ভক্তিই আমি,
ভক্তের ভক্তিই মোর প্রাণ,
ভক্ত আগে, আমি পিছে,
ভক্ত আগে স্বর্গে যায়,
আমি তা'র ভক্তি-ডোর ধরি'
পিছে যাই স্বর্গপুরে।

(উর্দ্ধে বাদ্যধ্বনি)

শোনো ওই,—দৈব বাদ্য বাজে—
মুরজ মুরলী বীণা মৃদঙ্গ পণব,
জয় জয় রব দেব-গলে ;
হের ওই,—পুষ্পবৃষ্টি হয়,
বায়ুভরে ভরিল সৌরভ,
আনন্দ-উৎসব শূন্য-কোলে ;
হের ওই,—আসে দৈব রথ
শূন্য পথ উজলি' আলোকে ;
আদেশে আমার
নিজে চন্দ্র ও রথের চাকা,
বিরিঞ্চি যোজিলা হংসগণ,
আপনি সারথি মরুৎপতি।
অবিলম্বে স্নান করি' সমুদ্র-সলিলে
কুতূহলে চড়' ওই রথে ;
অবহেলে শূন্যপথে যাও স্বর্গধামে,
পূর্ণ তব মনোরথ।

(সমুদ্রজলে জরার অবগাহন ও দৈব মূর্ত্তি ধারণ)

জরা।—(দৈব মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের নিকট আসিয়া করযোড়ে)

তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
অনন্ত, অব্যয়, সৎ, চৈতন্য, চিন্ময়,
মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, ভৃগুরাম,
রাম, কৃষ্ণ, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি, নরহরি,
জ্ঞান, ধ্যান, তপ, যজ্ঞ, ধর্ম্ম, পুণ্যকর্ম্ম,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, বিরাট, ঈশ্বর,
তুমি এক, তুমি বহু, পরমপুরুষ।
জগৎ, জগৎপ্রাণ তুমি,
তোমারি প্রসাদে, প্রভো!
আমি হেন পাপাচারী চলিনু গোলোকে।
(প্রণাম)

কৃষ্ণ।—যাও, জরা!
জরা, শোক, পার্থিব যন্ত্রণা,
মৃত্যুভয় আদি যথা নাই—
এ হেন বৈকুণ্ঠে মোর ত্বরা।
হের ওই,—ভূতলে নামিল দৈব রথ;
করি' আরোহণ করহ গমন,
পুণ্যশীল! পুণ্যময় ধামে।

জরা।—হরিভক্তিময়ী হউক ধরণী।
[জরার প্রস্থান।

কৃষ্ণ।—দুর্ব্বাসার শাপ-সমুদ্ভূত
যদুবংশধ্বংসকারী লৌহের মূষল
প্রভাসে আনিল পুত্রগণ আমার আদেশে।
অক্ষয় মূষল ক্ষয় কভু হয়?
আজি ক্ষয় কৈল যদুকুল।
মূষল-ঘর্ষিত রেণুরাশি শরবন উৎপাদিল তটে,
সেই শরগুচ্ছ বাঁধি'

আদেশিনু অস্ত্ররাজি পূজিবারে সবে,
সেই সব অস্ত্রাঘাতে
কাটাকাটি করিয়া মরিল যদুগণ ;
মূষলের অবশিষ্ট খণ্ড
ফেলিল কুমারগণ সমুদ্রের জলে,
খাদ্য ভ্রমে গিলিল সে খণ্ড মীন ;
মৎস্যজীবী পাশে সেই লৌহ লাভ কৈল জরা,
সেই লৌহফলাবদ্ধ শর বিদ্ধ হৈল আমার চরণে।
ব্রহ্মবাণী করিনু পালন,
ভক্ত-বাঞ্ছা করিনু পূরণ,
পৃথিবীর ভার করিনু সংহার,
দেবের নিস্তার হৈল এবে ;
কৃষ্ণ-অবতার-লীলা এই সমাপন।

(ভূতলে শয়ন, দেহ হইতে লোহিত
জ্যোতিঃপ্রকাশ ও দেহত্যাগ)
(মৃতদেহ হইতে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিষ্ণুর উত্থান)
ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, পবন, কুবের,
যম প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ।

নারদের প্রবেশ।

নারদ।— গীত।

(জয়) কালীয়গঞ্জন, সজ্জনরঞ্জন,
সঙ্কটভঞ্জন, দেব মুরারি ! ।
(জয়) দুঃখনিবারণ, বিষ্ণু নারায়ণ,
কংশবিদারণ, তারণকারী ! ॥
(জয়) ত্রিলোকপোষণ, গোলোকভূষণ,
কুলোকশাসন, প্রাণবিহারী ! ।
(জয়) দানবনাশন, মানবতোষণ,
দৈবতরক্ষণ, ভুভারহারী ! ॥

ব্রহ্মা।—নারায়ণ,
মনোবাঞ্ছা হইল পূরণ,
চল এবে আপনার ধামে।
ইন্দ্র।—পারিজাত-হার গাঁথিয়া রেখেছি,
পরিবে চল হে দয়াময়।
মহাদেব।—আমা সবাকার তরে
যুগে যুগে নানা অবতারে কত কষ্ট সহ, হরি!
সাক্ষী তা'র—
মস্তকে আমার সুরধুনী।
লোকে বলে
শিবের সঙ্গীতে দ্রব হৈলা নারায়ণ,
তেঁই গঙ্গা জনমিলা শ্রীপদে তাঁহার;
কিন্তু তাহা নহে,
যুগে যুগে দৈত্যাসুরগণে
মহাশ্রমে দল হে চরণে,
তেঁই শ্রমজাত ঘর্ম্ম পাদপদ্মে তব
বিন্দু বিন্দু ধারাকারে লভিয়া জনম
ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা নামে
পড়িল জটায় মোর;
ঢালিনু ভূতলে গঙ্গাবারি
উদ্ধারিতে মহাপাপিগণে,
বুঝাইতে জীবগণে
বড় দুঃখী জগতের পতি জগদীশ
জগৎ-জীবের তরে চিরদিন—চিরদিন।
নারদ।—মহেশ্বর,
তাই তো সকলে 'দয়াময়' ব'লে
ডাকে এই ভুবন-ঈশ্বরে।

যেই দুঃখী, সেই সুখী,
সুখী—সুখী নয়।

বিষ্ণু।—পরের সুখেই মোর সুখ,
পরদুঃখে দুঃখ পাই অতি।

নারদ।—জগতের সুখশান্তি করিলে স্থাপন,
চল এবে বৈকুণ্ঠভুবনে;
পক্ককেশজালে বৈকুণ্ঠের শূন্য সিংহাসন
ধূলিশূন্য আইনু করিয়া।
হে ভুবনস্বামী,
চল এবে, বসিবে তাহায়।

বিষ্ণু।—নারদ, ভক্তিমূল্যে কিনিয়াছ মোরে।

ব্রহ্মা।—হের, হরি,
রথ ল'য়ে আসি'ছে গরুড়।

(শূন্য হইতে গরুড়বাহিত দৈব রথের ভূতলে অবতরণ)

বিষ্ণু।—(রথারোহণ করিয়া)
তোমরাও আইস সকলে
আমার গোলোকধামে।
দ্বাপরযুগের মহোৎসব
মিলি' সবে করিব সেথায়।

[শূন্যে রথসহ বিষ্ণুর অন্তর্ধান।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—আরণ্য পথ।

অর্জ্জুন ও দারুক।

অর্জ্জুন।—দারুক!
ক্রমে যে আকুল মোর প্রাণ,
কোথা কৃষ্ণ প্রাণসখা?
কেন হেন হয়? কেন ভয় হারাই হারাই?
কিবা ব'লে দিয়ে
দিল পাঠাইয়ে তোমারে, সারথি?
বল না আবার?
ওহো!—দারুণ আঁধার!
শূন্য বিশ্ব আরো শূন্যময়!
দারুক!—দারুক!
কই কই পাণ্ডবের নাথ?
কই কই অর্জ্জুনের জীবনের হরি?
দারুক।—কি কহিব, প্রভুসখা!
উৎকণ্ঠায় নাহি সরে ভাষ,
হতাশ হইনু আমি আজ!
তোমারে আনিতে যাইবার কালে
কাতর-অন্তর ছিনু বটে,
কিন্তু আমি হইনি হতাশ,
হেন ত্রাস হয়নি আমার।
কোথা প্রভু!—প্রভু!
কই, সাড়া নাহি পাই।
অর্জ্জুন।—আমি ডাকি,—সখা!—সখা!

কই আমিও যে সাড়া নাহি পাই,
প্রতিধ্বনি শুধু সাড়া দেয়।
চল চল, অন্য দিকে করি অন্বেষণ।

(গমনোদ্যোগ)

(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—

এ কি এ কি হেরি, হে দারুক!
প্রভাসের চারিধারে
কাতারে কাতারে মৃত কায়!
হায় হায়, কে বধিল যদুবীরগণে?
অসংখ্য অসংখ্য ছিন্ন মাথা
হেথা সেথা লুটায় ভূতলে!
আমার সখার বংশ
ধ্বংস কৈল কোন্ দুরাত্মারা?
অর্জ্জুনের বিশ্বজয়ী নাম—
অর্জ্জুনের মহাধনুর্ব্বাণ
পড়েনি তা'দের মনে?
বল মোরে, বিলম্ব না সয়,
অবিলম্বে সুনিশ্চয় বধিব সে সবে—
নাহি র'বে ভবে কভু কৃষ্ণকুল-অরি।

দারুক।—(স্বগত) হায় হায়,
কি বলিয়া বুঝা'ব অর্জ্জুনে!
বলিনি সকল খুলি',
কি বলিব শোকক্লিষ্ট অধীর পার্থেরে?

অর্জ্জুন।—কি হেতু নীরব তুমি,
অকস্মাৎ কেন অধোমুখে?
আমি এ রহস্য ভেদ করিবারে নারি,
বল মোরে ত্বরা করি'

এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড কেন সংঘটিত ?

দারুক।—বীরবর,
আসিয়া প্রভাসতীর্থে যদুবীরগণ
নিজে নিজে করি' কাটাকাটি
প্রভাসের মাটী ভিজাইল শোণিত-ধারায় !

অর্জ্জুন।—কিছুই না বুঝি.—কি কহ, সারথি ?

দারুক।—সুরাপানে মত্ত হ'য়ে সবে, গর্জ্জিয়া ভৈরবে
আত্মনাশ-আহবে মাতিল,
অসংখ্য পতঙ্গ যথা অনলে পড়িয়া পুড়ি' মরে,
তেমতি এ যদুগণ
সুরাজাত ভয়ঙ্কর বিবাদ-অনলে
আপনা আপনি পড়ি'
কাটাকাটি করিয়া মরিল !

অর্জ্জুন।—কি বলিলে,
সুরাপানে মাতিয়া মরিল ?
ধিক্ ধিক্ জ্বলন্ত গরল মদিরায় !
কৃষ্ণের শপথ করি' কহি—
আজ হ'তে গোরক্ত ব্রাহ্মণরক্ত সুরা !
আজ হ'তে যেই জন পিবে এ গরল,
অনন্ত নরক তা'র ঘটিবে নিশ্চয় ;
তা'র পাপ প্রাণ নাহি পা'বে ত্রাণ কোন মতে ;
অনন্ত অনন্ত কাল
নরক-অনলে পড়ি' পুড়িবে সে পাপী।
আজ হ'তে
সুরাপায়ী ঈশ্বর-বিদ্রোহী।
দারুক—দারুক !
আর যে তিষ্ঠিতে নারি হেথা ;

পরতে পরতে শোক জাগে,
বড় লাগে বুকে দুঃখ-শেল।
চল চল, এ ঠাঁই ছাড়িয়া যাই,
কোথা কৃষ্ণ করি অন্বেষণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর্থ—সম্মুখে সমুদ্র।

(ভূতলে কৃষ্ণের মৃত দেহ পতিত।

অর্জ্জুন ও দারুকের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—একি একি,
ধূলায় লুঠায় শ্যাম তনু!
প্রচণ্ড ভানুর তাপ,
অনল সমান তপ্ত প্রভাসের বালি,
কি সুখে আছ হে শুয়ে সখা?
সখা!—সখা!
ডাকি'ছে অর্জ্জুন—সাড়া দাও।

(অঙ্গ স্পর্শ করিয়া)

হায় হায়, একি সর্ব্বনাশ!
নাহি বহে নাশায় নিশ্বাস।
কৃষ্ণহারা হইল অর্জ্জুন!
দারুক রে,
অর্জ্জুন ভিখারী আজ,
হারাইল হৃদয়ের ধন।

(ভূতলে পতন)

দারুক।—হা হা, প্রভু, কোথা গেলে!
কেন ছাড়ি' গেনু তোমা আমি,
এ দাসে ছাড়িলে বুঝি তাই,
কেহ নাই আমার যে আর,
ভুবন আঁধার তোমা বিনে!
হায় হায়,
কি কাল ঘটিল আজ!

অর্জ্জুন।—হা সখা! হা যদুনাথ!
বজ্রাঘাত আজি মোর শিরে!
সখাশূন্য এ ছার জীবন
দুর্ব্বহ হইল এবে মোর!
'এক আত্মা আমাতে তোমাতে—
একপ্রাণ অর্জ্জুন কেশব'
বলিতে যে তুমি মোরে,
আজ কেন বিপরীত ভাব!
তোমার অভাব নাহি সয়,
হৃদয় আঁধার করি', হরি,
কোথা গেলে ফেলিয়া অর্জ্জুনে!
কি কহিব রাজা যুধিষ্ঠিরে,
দ্রৌপদীরে নয়নের নীরে
ভাসাইব কি বলিয়া, সখা!
কৃষ্ণরূপ প্রাণশূন্য দেহ
কেমনে ধরিব আমি আর!
হৃদে প্রাণ করে হাহাকার,
আঁধার আঁধার হেরি,
শূন্যময় চারিধার,
সখা হে আমার কোথা গেলে!

হারে হারে কঠিন পরাণ,
কৃষ্ণহারা হ'য়ে এখনো বাঁচিয়ে ?
দারুক !
কি লাভ এ প্রাণে আর—
করিব সংহার নিজ করে,
থাকিব কৃষ্ণের সনে ;
কৃষ্ণ বই কেহ নাই মোর।

(আত্মনাশে অসি উত্তোলন)

দারুক।—(অসিধারণপূর্ব্বক বাধা দিয়া)
ক্ষান্ত হও, বীরবর !
শান্ত কর আপনারে,
আত্মহারা হ'য়ে কেন প্রাণহারা হও ?
কহেছিলা প্রভু মোরে—
'দারুক !
প্রাণসখা অর্জ্জুনে বলিও,
যদি তনুত্যাগ হয় প্রভাসের তীরে,
অর্জ্জুন সে দেহ যেন করেন সৎকার।'

অর্জ্জুন।—হায় হায়,
স্বেচ্ছায় ত্যজিল তনু সখা !
হা কৃষ্ণ !
সকলি খুলিয়া তুমি বলিতে আমারে,
কিন্তু এই সর্ব্বনাশ-কথা
চাপিয়া রাখিয়াছিলে, ভাই !
এত যদি ছিল মনে,
কেন তবে স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিলে ?
কেন হ'য়ে সারথি আমার
কুরুপাণ্ডবীয় রণে

যুদ্ধে জয়ী করিলে পাণ্ডবে ?
মরিতাম পঞ্চ ভাই দারুণ সমরে,
কৃষ্ণহারা মহাশোক না হ'ত সহিতে।
হায় হায়, কি হ'বে, দারুক।
ফাটে বুক কৃষ্ণের বিরহে,
নাহি সহে যাতনা যে আর!

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে রোদনশব্দ)

(বেগে দেবকীর প্রবেশ)

দেবকী।—(বিভ্রান্তচিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি)
আয় আয় বাছা রে আমার,
হাহাকারে কাঁদে তোর মাতা।
এখনি আসিব ব'লে এলি,
এখনো না গেলি কেন ফিরে ?
না হেরি' রে তোরে
কাঙালিনী ভাসে আঁখি-নীরে ;
কেন কাঁদ কৃষ্ণ রে আমার ?
আয় আয় কোলে আয়।

দারুক।—প্রভুমাতা স্নেহভ্রমে
অর্জ্জুনে নারিলা চিনিবারে ;
এ ভ্রমনিরাশ যেন নাহি হয় আজ,
জগদীশ রক্ষা কর দীনা দেবকীরে।

দেবকী।—মা মা ব'লে আয় কোলে,
তোর তরে আকুল জীবন,
কেন নিরুত্তরে, নীলমণি ?

অর্জ্জুন।—হায় হায়, কি দিব উত্তর ?
কৃষ্ণ আমি একরূপ,
তেঁই দেবী পুত্রভ্রমে ডাকে ;

হায় হায়, কি করি উপায় ;
দেবকী।—কেন রে কঠিন মা'র প্রতি ;
কথা কি ক'বি না আর, বাছা ?
অর্জ্জুন।—মাতুলানি ! কৃষ্ণ নই আমি,
অনুগত অর্জ্জুন তোমার !
দেবকী।—অর্জ্জুন !—অর্জ্জুন !
দে দেখা'য়ে কোথা কৃষ্ণ মোর ?
থাকিস্ উভয়ে এক ঠাঁই,
জানিস্ কোথায় মোর বাছা।
অর্জ্জুন।—মা !
পুত্রহীন ভাগ্যদোষে তুমি,
কৃষ্ণ তোর নাই মা জীবিত,
অনাথ করিয়া মোরে,
অপুত্রা করিয়া তোরে
যদুপতি গেছে পলাইয়ে
ত্যজিয়ে শ্যামল বর তনু,
এই এই হের, মাতা !
দেবকী।—বাপ্ রে আমার—
কৃষ্ণ রে কৃষ্ণ রে, হায় হায়,
কি করিলি, বাপ্ ধন !
দুঃখিনীর অঞ্চলের মণি
অভাগীরে শোকের পাথারে ফেলি'
কোথা গেলি, বাপ্ রে আমার !
বিধাতা রে, কি কঠিন তুই,
পুত্রহারা করিলি আমারে।

(মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন।—হায় হায়,

বিপদে বিপদপাত,
বিধাতার নির্ঘাত পীড়ন !
উঠ, মাতা ! শান্ত হও।

দেবকী।—অর্জ্জুন !
কে সাধে সাধিল বাদ,
হেন পরমাদ কে পাড়িল,
কে ছিঁড়িল প্রাণের বন্ধন,
ভাঙা ভাগ্য কে ভাঙিল মোর !
যোগে পতি ত্যজিল পরাণ,
আকুল হইয়া অতি
দ্রুতগতি আইনু হেথায়,
পড়িল মাথায় কোটি বাজ,
পতি পুত্র হারাইনু আমি,

অর্জ্জুন।—হায় হায় মাতুল ত্যজিলা যোগে প্রাণ ?
হা নিয়তি, কি কঠিন তুই !

দেবকী।—অবীরা হইনু আমি আজ,
নাহি কাজ এ ছার জীবনে।
অর্জ্জুন রে,
জ্বলন্ত চিতায় পতি সনে
ত্যজিব এ ছার প্রাণ।
দে অর্জ্জুন, দে রে কৃষ্ণ মোর,
কোলে ক'রে লয়ে যাই আগি,
দে রে—দে রে—দে রে।

অর্জ্জুন।—দারুক,
অধীরা জননী অতি,
থাকিলে হেথায়, শোকের ব্যথায়
কাতর হইবে আরো মাতা,

ল'য়ে যাও অন্তরালে।

দারুক।—এস, দেবি, কিঙ্করের সনে।

দেবী।—প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছে কি চিতা ?
চল্ চল্, ঝাঁপ দিব তায়,
পতি পাশে অনন্ত নিদ্রায়
কৃষ্ণেরে স্বপনে নিরখিব।

[দারুকের সহিত দেবকীর প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—হা বিধাতঃ,
এ কি তব সংহারিণী লীলা !
প্রভাসের নীচে
হুঙ্কারে অনন্ত জলনিধি,
প্রভাসের তটে
অনন্ত অনন্ত শোকসিন্ধু !
এ ভীষণ মহাদৃশ্য দেখিনি নয়নে,
ভাগ্যদোষে নিরখিনু আজ,
আকুল স্তম্ভিত ভীত চঞ্চল হইনু !
এ অভাগা কৃষ্ণহারা হ'য়ে
স্বপ্ন-অগোচর ভয়ে
না জানি আরো কি হয় পরে।

(নেপথ্যে বামাকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

এ কি এ কি,
কাতরা বিজলী যেন কাঁদিয়া ধাই'ছে !
হায় হায়, অভাগী রুক্মিণী !
না পারি হেরিতে আর,
দর দর অশ্রুধার ছোটে,
না জানি কি ঘটে পুনরায় !

বেগে রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী।—হায় হায়,
কে করিল হেন কাজ,
কে হানিল বাজ মোর শিরে!
নীল তনু ধূলায় লুটায়,
রাঙা পায় বেঁধা বিষবাণ!
কে করিল মোর সর্ব্বনাশ!
হা নাথ—হা প্রাণনাথ!
কোথা গেলে ফেলি রুক্মিণীরে!

(মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন।—সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বনাশ!
স্বর্ণলতা পড়িল ভূতলে;
কি ব'লে বুঝাই,
উপায় না পাই আর!
কেন মৃত্যু নাহি হয় মোর!
এ ঘোর যাতনা আর সহে না সহে না!
হা সখা!—হা প্রাণসখা!
তোমা হারা হ'য়ে বিশ্ব
ধরিল শোকের দৃশ্য ঘোর।
উঠ উঠ, সখাপ্রিয়া!
উঠ, দেবি, শান্ত কর হিয়া।

(রুক্মিণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করণ)

রুক্মিণী।—বীরবর পতিসখা!
কেন মূর্চ্ছা করিলে ভঞ্জন?
হৃদয়-রঞ্জন-হারা প্রাণ
কি সাধে ধরিব আর!
অন্ধকার হৃদয় আমার।

হাহাকারে কাঁদে মন,
চারি ধার শূন্য—শূন্যময় !
অর্জ্জুন !
সখী ব'লে ভালবাস' মোরে,
রাখ কত উপরোধ মোর,
মহাযোধ !
এবে মোর শেষ উপরোধ—
প্রাণত্রাণ হলাহল দাও,
বাঁচাও বিধবা রুক্মিণীরে !
মহারাজ ভীষ্মের দুহিতা
রাজরাজ কৃষ্ণের বনিতা
অনাথা হইল এত দিনে !
তেঁই বলি ছার প্রাণে নাহি প্রয়োজন,
দাও বিষ, ধনঞ্জয় !

অর্জ্জুন।—না না, দেবি ! ও কি কথা ?
ধৈর্য্য ধর ;
ধৈর্য্যের মূরতি তুমি এ বিশ্ব মাঝারে।

রুক্মিণী।—না, অর্জ্জুন,
ধৈর্য্যধরা জীবন-যন্ত্রণা,
বিধবার ধৈর্য্য মহাপাপ,
অনুতাপ পা'ব চিরদিন,
দাও হলাহল,
পাপ ধরাতল ছাড়ি যাই,
কাজ নাই বৈধব্য বহনে।

অর্জ্জুন।—দেবি ! অনুরোধ——

রুক্মিণী।—না অর্জ্জুন।—না অর্জ্জুন !
কভু না ধরিব ছার প্রাণ।

প্রাণেশ্বর!
এক শরে পতিপত্নী যা'বে ধরা ছাড়ি',
তুমি যথা আমি তথা,
পুরুষ প্রকৃতি এক ঠাঁই;
বৈধব্য ঘুচাই এই।
অর্জ্জুন! পতির চিতায় দিও মোরে।

(কৃষ্ণের পাদমূল হইতে শরোদ্ঘাটন করিয়া নিজ বক্ষে বিদ্ধকরণ ও মৃত্যু)

অর্জ্জুন।—হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল,
সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন!
হায়, বিধি! এ কি বিধি তব,
এ কি ঘোর ভয়ঙ্করী লীলা!
আত্মনাশরূপে তুমি
বিনাশ করিলে যদুগণে,
যদুরমণীও শেষে নাহি পায় ত্রাণ;
যদুপ্রাণ এতই অসহ্য তব প্রাণে!

বেগে দারুকের প্রবেশ।

দারুক।—বীরবর!
একেবারে সর্ব্বনাশ হ'ল,
দেবকী, রোহিণী আদি
বসুদেব-পত্নী চতুষ্টয়
পতির চিতায় দিল প্রাণ!
বৃদ্ধ মহারাজ উগ্রসেন
পত্নীসনে মরিল চিতায়;
হায় হায়, না রহিল কেহ,
যদুশূন্য হইল দ্বারকা!

বলরাম-মৃত-দেহ ল'য়ে
ডুবিল রেবতী সিন্ধু-জলে !

অর্জ্জুন।—হা দারুক !
রুক্মিণীও মরিল হেথায় !

দারুক।—হা বিধাতা !

অর্জ্জুন।—দারুক,
যাদব-প্রলয় এত কালে !
দগ্ধ ভালে এতও ছিল রে !
আত্মহারা হ'য়েছি রে,
কি করি কি করি, হায় হায় !

দারুক।—তব সখাবাক্য করহ পালন,—
করহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জ্বালি' চিতানল,
সিন্ধুজলে অশ্রুজলে
করহ তর্পণ সবাকার।

অর্জ্জুন।—হা বিধাতা !

[কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মৃতদেহ লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—দেবালয়শ্রেণী।

যোগিনীবেশে সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা।— (গীত)

প্রাণনাথে হারা হ'য়ে প্রাণহারা হ'য়েছি গো।
নিবিড় আঁধার ঘোরে ছায়াপ্রাণে র'য়েছি গো॥
বিশ্বপ্রাণ মহাপ্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ,
প্রাণের প্রাণের প্রাণ আঁধারে হারা'য়েছি গো॥

প্রাণের প্রাণের সনে, গিয়াছে প্রাণের সুখ,
প্রাণের যাতনা শোক মরা প্রাণে র'য়েছি গো।
প্রাণহারা প্রাণ ল'য়ে, প্রাণে মরা প্রাণ হ'য়ে,
প্রাণছাড়া ধরা-প্রাণে মরা প্রাণ দিয়েছি গো ॥

প্রাণেশ্বর !
তোমা হারা হ'য়ে অভাগিনী
আঁধার হৃদয়ে
আঁধার আঁধার প্রাণে সাজিল যোগিনী।
এই বেশে
আঁধার আঁধার ধরাতলে
অবিরত ভাবিব তোমারে।
যোগে বসি' দিবানিশি
ধেয়াইব তোমারে, প্রাণেশ !
ধোয়াইব তব পা দু'খানি
অশ্রুজলে মনে মনে ;
হা নাথ—হা নাথ বলি'
ত্যজিব হতাশ প্রাণ ;
মরিলে চরণে দিও স্থান।
রুক্মিণীর মত পারি মরিতে এখনি,
কিন্তু না মরিব, নাথ !
হরিনাম-যোগ-শিক্ষা নরে
শিখাইব এ যোগিনী বেশে,
তেঁই সে ধরিব প্রাণ, প্রাণনাথ !
যোগমগ্ন যোগধর্ম্ম মোরে
শিখা'য়েছ তুমি, মহাযোগী !
সে যোগ যোগিব এইবার
বসি' যোগাসনে নিবিড় নির্জ্জনে

হিমাদ্রির কলাপ গ্রামেতে।
চলিল অভাগী সত্যভামা,
যৌগিক দর্শন দিও যোগ উদ্‌যাপনে।

(গীত)

যোগেশ্বর যোগ-কলেবর যোগাবতার যোগপ্রাণ!
যোগময় যোগহৃদয় যোগাশয় যোগ-জ্ঞান!
যোগ-জগত-বিরাজী যোগী,
যোগৈশ্বর্য্য-রাজ্যভোগী,
যোগ-জীবন যোগ-ভূষণ,
যোগ-আত্মা যোগ-ধ্যান।
যোগ-যোগে যোগীর কায়
লুটায় তোমার যুগল পায়,
যোগ-গান জীব জীবনে গায়
যোগে করি' যোগ দান ;—
যোগতত্ত্ব, যোগবন্ধু,
যোগীর যোগী-যোগ-সিন্ধু,
যোগে জাগিও হৃদয়ে মোর,
যোগ-যজ্ঞে ত্যজিগে প্রাণ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকানগরী—রাজপথ।

অর্জ্জুন ও দারুক।

অর্জ্জুন।—দারুক!
শ্মশান দ্বারকাপুরী, শ্মশান প্রভাস,

শ্মশান অনন্ত বিশ্ব,
তা' হ'তে শ্মশান—গভীর শ্মশান
অর্জ্জুনের হৃদয় আজি রে!
হায় হায়,
কেমনে যাইব হস্তিনায়,
কেমনে এ শোকের বারতা
নিবেদিব রাজা যুধিষ্ঠিরে?
সারথি! যা'ব না—যা'ব না আর ফিরি',
মরিব ডুবিয়া সিন্ধু-নীরে।
কৃষ্ণগত জীবন অর্জ্জুন
কৃষ্ণ বিনে কি সুখে বাঁচিবে?
হস্তিনায় গিয়ে তুমি
কহ সবে—মরিল অর্জ্জুন।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

দৈববাণী।—ক্ষান্ত হও, ধনঞ্জয়!
না ত্যজিও প্রাণ সিন্ধু-জলে।
পাল' পাল' দৈববাণী,—
যদুনারীগণে ল'য়ে
ত্যজিয়া দ্বারকাপুরী ত্বরা
হস্তিনায় করহ গমন।
কৃষ্ণহারা দ্বারকানগরী
অচিরে ডুবিবে সিন্ধু-নীরে;
না তিষ্ঠিও হেথা আর,
হও আগুসার অচিরায়;
হের ওই সিন্ধু-বারি ধায়,
গ্রাসে প্রায় দ্বারকানগরী।

অর্জ্জুন।—এ কি অশরীরী বাণী!

চমকিয়া উঠে প্রাণী মোর!
দারুক! ডাক' ডাক' যদুনারীগণে।

দারুক।—চড়িয়া কৃষ্ণের রথে
ল'য়ে যদুনারীগণে করহ গমন।
না র'ব সংসারে আমি আর,
ত্যজিগে অসার প্রাণ
তপস্যা করিয়া ঘোর বনে।

অর্জ্জুন।—এ জন্মে কখন আর না চড়িব রথে,
পদব্রজে পথে পথে যা'ব,
কৃষ্ণ বই সুখ নাহি মোর,
সুখসজ্জা সাজে কি আমারে আর?

দারুক।—কৃষ্ণ-রথে কিবা কাজ আর?
ছাড়ি' দিয়া অশ্বগণে বনে
ডুবাই সমুদ্রে স্বর্ণরথ,
দারুক সারথি আজ পথের ভিখারী!
যতনে লইয়া যাও যদুনারীগণে,
চলিনু কাননে আমি;
হা কৃষ্ণ!—হা মহারথী!—হা দারুক-প্রভু!

[সরোদনে প্রস্থান।

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণহারা দ্বারকানগরি!
সুখী তুমি, পশিবে সাগরে;
অসুখী অর্জ্জুন
শোকের সাগরে মগ্ন এবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পঞ্চনদপ্রদেশ—অরণ্য।

দস্যুগণের প্রবেশ।

১ম দস্যু।—খুব হুঁসিয়ার,
ধর্ হাতিয়ার জোরে।
২য় দস্যু।—ভয় কি, ভাই?
রাহী যদি পাই, এক লাঠি মেরে
ফেল্‌বো কাজ সেরে।
তোর কাছে না হোক্,
মোর কাছে এগোয় কে রে?
১ম দস্যু।—মরিয়া তুই কথার চোটে,
ডরিয়া লেকেন্ লাঠির চোটে,
দেখিস্—প'ড়ে ফেরে, পালাস্‌নি দোরে।

(নেপথ্যে রোদনশব্দ)

৩য় দস্যু।—ওরে ওরে!—
২য় দস্যু।—কি রে কি রে?
৩য় দস্যু।—দেখ ফিরে—দেখ ফিরে।
২য় দস্যু।—তাই তো রে,—
একঠো মরদ, বহুৎ মাগী।
১ম দস্যু।—মার্ মরদ, মাগী কর্ ভাগাভাগী।
২য় দস্যু।—আমি মাগী না মাগি,—গহনা চাই।
১ম দস্যু।—যা'র যা' খুসী,
কেউ চানা, কেউ ভূষী।

চল্ এখন্ যাই, যে যা' পাই।
খুব হুঁসিয়ার, ধর্ হাতিয়ার।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ ও কোলাহল)

বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—সাবধান, দুরাত্মারা!
ছুঁস্‌নে রমণীগণে পাপ করে।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বেগে যদুনারীগণের প্রবেশ ও 'অর্জ্জুন অর্জ্জুন! বাঁচাও
বাঁচাও—রক্ষা কর, রক্ষা কর—দস্যু করে মরি
সবে—কি হ'বে কি হ'বে—হায় হায়,
কোথা যাই—অর্জ্জুন অর্জ্জুন'!
প্রভৃতি বলিতে বলিতে
বেগে প্রস্থান।

দস্যুগণের পুনঃপ্রবেশ।

১ম দস্যু।—পালালো পালালো—ধর্ ধর্।
২য় দস্যু।—মারিস্‌নি—মারিস্‌নি,
খালি ভয় দেখিয়ে গয়না খুলে নে।

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

বেগে অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ।

অর্জ্জুন।—আরে আরে দস্যু দুরাচার!
সামান্য পতঙ্গ হ'য়ে
অনলে পড়িতে কেন আশ?

করিব বিনাশ সবাকারে।
যে গাণ্ডীব মহাধনু-বলে
জিনিলাম ভারত-সমর,
তো সবার সম হেন ক্ষুদ্রকীটবধে
না চাই ধরিতে সেই ধনু!
আয় আয়, অসি-ঘায় দিব যমালয়!

(দস্যুগণের সহিত যুদ্ধ কিন্তু পরাস্ত হওন)

ছি ছি কি লজ্জার কথা,
বড় ব্যথা বাজিল মরমে;
আমিই কি ধনঞ্জয় ভুবনবিজয়ী?
কে এরা?—অমর বা নর?—নাহি বুঝি।
পুন যুঝি যা' থাকে কপালে;
ধরিব গাণ্ডীব এবে।
আয় পুন, হতভাগ্যগণ!
নাহিক নিস্তার—নিশ্চয় সংহার এইবার।

(গাণ্ডীবে শরযোজন-চেষ্টা কিন্তু অক্ষমতা)

হায় হায়, এ কি হ'ল আজ,
ধনুর্গুণ আকর্ষণে নাহি শক্তি মোর!
সম্মুখে আমার এত অত্যাচার—
যদুরমণীর অপমান?
দস্যুগণে নারিনু বধিতে,
অবাধে হরিবে নারীগণে,
নেহারিব কেমনে নয়নে?
হারিব কি দস্যুর নিকটে?
পড়িনু সঙ্কটে আমি আজ।
এ কি চিন্তা এ সময়ে?

যুঝিব নির্ভয়ে পুনরায়,
বধিব পাপাত্মাগণে গাণ্ডীব-প্রহারে।

(পুনর্যুদ্ধ ও পরাস্ত হওন)

[দস্যুগণের প্রস্থান।

ধিক্ থাক্ মোরে।
দস্যুকরে হৈনু পরাজিত!
শকতিবঞ্চিত এত দিনে!
কৃষ্ণ বিনে অর্জ্জুন অসার!
হা! কৃষ্ণ!—হা প্রাণসখা!

(নেপথ্যে আর্ত্তনাদ)

ওকি ওকি!—অহো!
দস্যুকরে লুণ্ঠিত হ'তেছে নারীগণ!
কেসরী শৃগাল হ'ল আজ,
শৃগালেরা হইল কেসরী,
মৃগীগণে করে আক্রমণ!
ধনঞ্জয় পরাজয় মানি'
হেরিল নয়নে
মর্ম্মভেদী এ দুর্ঘট শোকের ঘটনা।
এ কি পুন?
সহসা নীরব কেন দিক্?
নারীকণ্ঠে নাহি সাড়া,
অসাড় অনড় কেন সবে?
অবাক্ হইয়া দস্যুগণ
কেন বা পালায় ঊর্দ্ধশ্বাসে?
দেখি দেখি পুন কি ঘটিল।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

পঞ্চনদপ্রদেশ—অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

যদুনারীগণ পাষাণ-মূর্ত্তিতে অবস্থিতা।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—একি হেরি আচম্বিতে—
পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত যাদবরমণীগণ!
দস্যুকর পরশনে মানব-শরীর শিলাময়!
অদ্ভুত ঘটনা হেরি,
কিন্তু বুঝিবারে নারি কারণ ইহার।

বেদব্যাসের প্রবেশ।

তপোধন, প্রণমি চরণে।

বেদ।—অর্জ্জুন! যোগে জাগি' অন্তর আমার
জানিয়াছে সমস্ত ব্যাপার ;—
ত্রিলোক-ঈশ্বর হরি হরিয়া ভূভার
নরদেহ দিলা বিসর্জ্জন।
দস্যুকরে স্পৃষ্ট হ'য়ে যদুনারীকুল
শিলাময়ী হইয়াছে অষ্টাবক্র-শাপে।
শাপে বর এ সবার,
পাষাণে ঢালিয়া দেহ
শাপমুক্ত আত্মা এ সবার পশিয়াছে স্বর্গপুরে।
কৃষ্ণ আর তোমাতে অভেদ,
তেঁই তুমি শক্তিহীন হইলে, অর্জ্জুন,
দস্যুগণে জিনিবারে গাণ্ডীব-ধারণে।
শক্তি তব মিশিয়াছে কৃষ্ণের শরীরে,

তোমাতে নাহি কো তুমি আর,
মৃত তুমি জীবন্ত জীবনে।

অর্জ্জুন।—তপোধন, হরিহারা এ হৃদয়
ভাঙিয়া গিয়াছে কোটি ভাগে,
দুর্ব্বিষহ কৃষ্ণের বিরহ বড়ই অসহ্য, মুনিবর!
পূর্ব্বকথা মনে হয়,
কাঁদে প্রাণ আকুল হইয়া;
কি হ'বে কি হ'বে মোর,
এ ঘোর যন্ত্রণা নাহি সয়।
হা কৃষ্ণ!—হা প্রাণসখা!
একবার দেখা দাও দীন ধনঞ্জয়ে!
তপোধন! কৃষ্ণ কই? কৃষ্ণ কই?
হা হা কৃষ্ণ!—সখা সখা!—হায় হায়!
(রোদন)

বেদ।—শান্ত হও, বীরবর!
না হও কাতর আর,
দিব্য চক্ষু করিলাম দান,
কর দরশন বিশ্বপতি লীলাময় কৃষ্ণ নারায়ণে।
(স্বহস্তে অর্জ্জুনের চক্ষুস্পর্শ)
হের হের, ধনঞ্জয়!

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—গোলোকধাম।

সিংহাসনে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু উপবিষ্ট।
অপ্সরাগণ নৃত্যগীতে নিযুক্ত।

অপ্সরাগণ।— (গীত)*

---

* পরিশিষ্টে ৪ নং গীত দ্রষ্টব্য।

বেদ।—হের ওই দেবসিংহাসনে
উজলি' গোলোকধাম
উপবিষ্ট ত্রিভুবনপতি,
বামভাগে বিরাজেন রমা।
অর্জ্জুন।—সখা! সখা!—প্রাণসখা!
ডাকি'ছে অর্জ্জুন করপুটে,
সঞ্চিয়াছি নয়নে সলিল,
ধুইব ও রাঙা পদ দু'টি;
সখা!—সখা! কর সম্ভাষণ।
তপোধন!
চতুর্ভুজ ধরি' কৃষ্ণ ভুলিল আমায়,
সম্ভাষণ আলাপন নাই,
যাই যাই অগ্রসর হ'য়ে,
লুটাইয়া ধরি শ্রীচরণ।
কেন এত রোষ মোর প্রতি?
ক্ষমা মাগি কৃতাঞ্জলিপুটে।
(অগ্রসরণোদ্যোগ)
বেদ।—(বাধা দিয়া)
ভ্রান্তির কুহকে পড়ি'
কোথা যাও অগ্রসর হ'য়ে?
মর্ত্ত্যে তুমি,
গোলোকে গোলোকনাথ হরি.
কোথা পথ?—কোথা যাও ধেয়ে?
অর্জ্জুন!—কি কহ, মহর্ষি, তুমি, না পারি বুঝিতে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদাভেদ কিবা?
ওই যে আমার সখা,
যাই যাই চরণে লুটাই।
(পুনর্ব্বার অগ্রসরণোদ্যোগ)

(সহসা গোলোকধামের সহিত বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান)

[পটপরিবর্ত্তন]

পূর্ব্বদৃশ্য—পঞ্চনদপ্রদেশ—অরণ্যের অপর পার্শ্ব

যদুনারীগণ পাষাণ-মূর্ত্তিতে অবস্থিতা।

অর্জ্জুন।—হা কৃষ্ণ!—হা অর্জ্জুন-জীবন!
অনুগতে এত বিড়ম্বনা!
পেয়েও না পাইলাম,
এ কি ঐন্দ্রজাল লীলা!
অভাগা অর্জ্জুন নারিল বুঝিতে তিলমানে
কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা—মরীচিকা লীলা!
হা কৃষ্ণ!—হা পাণ্ডবের প্রাণ!
জীবনের শেষ ভাগে
কেন হে ছলনা এত?
কেন এত দারুণ বেদনা!

বেদ।—পার্থ! কৃষ্ণের উদ্দেশ্য তাই,
সুখ দুঃখ উভ-অভিনয়
জীবের জীবনে চিরকাল;
চিরসুখ চিরদুঃখ নাই,
উভ-ভোগ ভাগ্যে সবাকার।
গোলোক দুঃখিত ছিল কৃষ্ণের বিহনে,
ভূলোক সুখিত ছিল কৃষ্ণেরে পাইয়া;
আবার,
গোলোক সুখিত হৈল কৃষ্ণ দরশনে,
ভূলোক দুঃখিত হৈল কৃষ্ণে হারাইয়া।
এইরূপ যুগে যুগে
জগপতি শ্রীকৃষ্ণের লীলা।

এবে এক কাজ কর,
ভারত-ঈশ্বর মহারাজ যুধিষ্ঠিরে,
আর তার ভ্রাতৃগণে,
সতী দ্রৌপদীরে
কহ গিয়া এ শোক-সংবাদ।
তব পৌত্র পরীক্ষিতে রাজ্যভার দিয়া,
পত্নীসনে পঞ্চ জনে
যাও চলি' হিমাদ্রিপ্রদেশে।
যোগে তনু ত্যজিয়া তথায়
যাও অচিরায়
গোলোকে গোলোকপতি পাশে।
যুগাধম কলির উৎপাত
আরম্ভ হইল এবে
কৃষ্ণহারা ধরণীমণ্ডলে।
কাজ নাই হেথা থাকি' আর,
যাও যোগে পরিহর তনু।
স্মরিয়া কৃষ্ণের পদ,
কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ-ঘটনা লইয়া
রচিব বিশাল ইতিহাস—শ্রীমহাভারত;
অমর করিয়া আমি
রাখিব ধরণীধামে তোমা সবাকারে,
নিজেও অমর হ'ব কৃষ্ণের প্রসাদে।
ঈশ্বরের দ্বাপরীয় লীলা—শ্রীমহাভারত।

[উভয়ের প্রস্থান

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

১নং গীত।—(১১ পৃষ্ঠা)

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[প্রথম অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, তোমারি গ্রাসে
ঢালি দিবানিশি, কত রবি শশী,
করি না কাহারে ভয়।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[দ্বিতীয় অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, শুখাই সিন্ধু,
ভূধর উপাড়ি, পৃথিবী ফাড়ি,
গুঁড়াই তারকাচয়।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[তৃতীয় অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, প্রাণীর প্রাণ
উড়াই বাতাসে মারিয়া বাণ,
বিশাল আকাশময়।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

[চতুর্থ অনুচরের শাখা-গীত]

তোমারি আদেশে, তৃণটি হ'তে
ভুবন ভাসাই তোমারি স্রোতে,
করিয়া পলকে লয়।

[সমবেত গীত—Chorus]

জয় জয়, কাল, জয় জয়!

২নং গীত।—(১২ পৃষ্ঠা)

শিশুর হাসিতে, শিশুর রোদনে
কি এক ফাঁদ পাতিয়ে।
মা বাপের প্রাণ জড়াও যতনে,
বদন-চাঁদ চুমিয়ে॥
স্নেহের মতন প্রেমের ভিতরে
কি এক খেলা খেলিয়ে।
দম্পতিগণে হৃদয়ে হৃদয়ে
রাখ গো প্রণয়ে বাঁধিয়ে॥
ভূলোক দ্যুলোক বাঁধ এক ডোরে,
কখন বা ফেল খুলিয়ে।
খুলিলে মরণ, বাঁধিলে জীবন,
ইন্দ্রজালে রাখ ভুলিয়ে॥

৩নং গীত।—(৭৩ পৃষ্ঠা)

একটি স্বপনে সবে জাগিয়ে এসেছি আজ।
পাতাল-আলয়ে চল, ধরাধর অহিরাজ॥

শ্বেতকায় পরিহরি'
আপন শরীর ধরি'
প্রসারি' হাজার ফণা,
চল শূন্য পুরী মাঝ ॥
তব তরে মন-ভোলা
গেঁথেছি হাজার মালা,
শেষ করি' মর্ত্ত্যলীলা,
এস, শেষ, সঙ্গে :—
পায়ে ব্যথা লাগে পাছে,
পথে ফুল পাতা আছে,
বিলম্বে শুখা'বে ফুল,
নাথ হে, কর না ব্যাজ ॥

৪নং গীত।—(১১৮ পৃষ্ঠা)

গাও রে গোলোকবাসী, হরি হরি' ধরাভার,
বিরাজেন রাজাসনে রমা রাণী সঙ্গে।
মিশা'য়ে চন্দন-ধার ঢাল রে ফুলের ভার,
তমাল-বেড়িত হেম-লতিকার অঙ্গে ॥
চাঁদের নিছনি নিয়ে, প্রাণের গাঁথনি দিয়ে,
ফুলমালা গলে দোলা নেচে নেচে রঙ্গে।
জয় লক্ষ্মীনারায়ণ! গাও গো অমরগণ,
ভরাও গোলোক, রব তুলিয়ে মৃদঙ্গে ॥

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ।

Printed at the Vina Press—Calcutta.